বিশ্বের ক্ষুধার্ত মানুষের ৮০ শতাংশই গাজার বাসিন্দা

সারে-জমিন

সংখ্যালঘু কমিশনের নাগরিক বৈঠক বর্ধমানে

রূপসী বাংলা

বাঙালি সংখ্যালঘুদের হেনস্থা সন্দেহবশত নয়, পরিকল্পিত

সম্পাদকীয়

চিকিৎসকের অভাবে আরও একজনের মৃত্যুর অভিযোগ

সাধারণ

ভারতে পেরে উঠতে পারবে না বাংলাদেশ: সৌরভ গাঙ্গুলি

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বুধবার
১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৪
২৬ ভাদ্র ১৪৩১
৭ রবিউল আউয়াল, ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 247 ■ Daily APONZONE ■ 11 September 2024 ■ Wednesday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

মমতার সঙ্গে বৈঠকের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান আন্দোলনকারীদের

আপনজন ডেস্ক: আরজি কর হাসপাতাল ইস্যুতে অচলাবস্থা কাটাতে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নবান্নে আলোচনার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলেন আন্দোলনকারী জুনিয়র ডাক্তাররা। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রাজ্যের স্বাস্থ্য সচিব এন এস নিগম বিক্ষোভরত চিকিৎসকদের পাঠানো ই-মেলে জানিয়েছেন, 'আপনার ছোট প্রতিনিধি দল (সর্বাধিক ১০ জন) এখন নবান্নে গিয়ে সরকারি প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা করতে যেতে পারেন।'
সল্টলেকের স্বাস্থ্য ভবনে রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের সদর দফতরের সামনে ধর্নায় বসা আন্দোলনরত চিকিৎসকদের নেতা ডা. দেবাশিস হালদার বলেন, যোগাযোগের ভাষা চিকিৎসকদের জন্যই অসম্মানজনক, এটা নিতান্তই অসংবেদনশীল। আমরা এই মেলের জবাব দেওয়ার কোনও কারণ খুঁজে পাচ্ছি না।
রাজ্যের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনার দরজা খোলা থাকলেও দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাবেন বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা।
আরজি কর হাসপাতালের চিকিৎসককে ধর্ষণ ও হত্যার প্রতিবাদে এক মাসেরও বেশি সময় ধরে 'কর্মবিরতিতে' থাকা সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের প্রতিবাদী চিকিৎসকরা কাজে ফেরার জন্য

সুপ্রিম কোর্টের বেঁধে দেওয়া বিকেল পাঁচটার সময়সীমা অমান্য করে 'স্বাস্থ্য ভবনে' থাকার এবং তাদের দাবিদাওয়া আদায়ের ইচ্ছার কথা জানান।
এদিন সকালে ' স্বাস্থ্য ভবন স্বচ্ছ অভিযান' পদযাত্রায় উদ্দীপ্ত চিকিৎসকরা স্বাস্থ্য সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তা এবং স্বাস্থ্য পরিষেবার অধিকর্তার পদত্যাগ দাবি করেন। বিক্ষোভকারীরাও শীর্ষ আদালতের সময়সীমার সঙ্গে মিল রেখে বিকেল ৫টার সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিলেন, যাতে রাজ্য প্রশাসন তাদের দাবি মেনে চলবে।
সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার কিছু পরে নবান্ন থেকে সাংবাদিক বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য দাবি করেন, সন্ধে ৬টা ১০ মিনিট নাগাদ জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্টের অফিসিয়াল আইডিতে ই-মেল পাঠানো হয়। চিকিৎসক প্রতিনিধি দলের বৈঠকে আসার অপেক্ষায় ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। বিক্ষোভকারীদের কাছ থেকে কোনও সাড়াশব্দ না পাওয়ায় তিনি সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ অফিস থেকে বেরিয়ে যান।

কলকাতায় অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ডের ওয়াকফ সুরক্ষা সম্মেলন

রাজপথে নেমে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ওয়াকফ বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার আহ্বান

নুরুল ইসলাম খান ● কলকাতা

আপনজন: মঙ্গলবার কলকাতার মৌলালির কাছে মায়রা সভাঘরে অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের ওয়াকফ সুরক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। উপস্থিত হয়েছিলেন মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের শীর্ষ নেতৃত্ব ছাড়াও এ রাজ্যের বিভিন্ন মুসলিম সংগঠনের কর্ণধাররা। কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সম্মেলনের সূচনা হয়। উর্দু ভাষায় স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের সদস্য তথা মাওলানা আবুল কালাম আজাদ সেন্টারের চেয়ারম্যান মাওলানা মুহাম্মদ আবু তালিব রহমানী। বাংলায় স্বাগত ভাষণ দেন জমিয়তে উলামা পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ সম্পাদক ক্বারী শামসুদ্দিন আহমেদ।
অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের সভাপতি মুফতি খালিদ সাইফুল্লাহ রহমানি আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, দেশের মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের জীবনে কঠিন একটি কলো দিন আসতে চলেছে। সমস্ত প্রমাণ থাকার পরও বাবরি মসজিদ যেমন করে শহিদ হল। ঠিক সেই রকমভাবে ওয়াকফ সম্পত্তির বিষয়টিও মুসলমানদের হাতছাড়া হতে পারে। তিনি বলেন, আমাদের হাতে কোন ক্ষমতা নেই। তবে ঈমান ও ঐক্য প্রতিষ্ঠার মতো আমাদের হাতে ক্ষমতা আছে। সেটাকেই পাথেয় করে সমগ্র মুসলিম সমাজকে আন্দোলনে শামিল হতে হবে।
তিনি আরও বলেন, ওয়াকফ সম্পত্তি আমাদের পূর্বপুরুষদের দেওয়া, কেউ আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবে না। ওয়াকফ সংশোধনী বিল গণতন্ত্র ও মানবাধিকার ও সংবিধান পরিপন্থী। সরকারকে এই বিল প্রত্যাহার করতে বাধ্য করতে হবে। অন্যথায় আমরা প্রতিটি গণতান্ত্রিক পন্থা অবলম্বন করব, প্রয়োজনে দেশের আইনের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে রাজপথে নামার আহ্বান জানান তিনি।
মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের সাধারণ সম্পাদক মাওলানা শাহ ফজলুর রহিম মুজাদ্দিদি বলেন, সরকার মুসলমানদের উপেক্ষা করে বিদ্বেষপূর্ণ উদ্দেশ্যে নিয়ে একটি অসাংবিধানিক বিল আনছে। এটা আমাদের বিশ্বাস ও গণতন্ত্রের পরিপন্থী। আমাদের বাড়িঘরে বুলডোজার চালানো হচ্ছে। এখন আমাদের মসজিদে, ইসলামের আচার-অনুষ্ঠানের ওপর বুলডোজার চালানো হবে, তা আমরা নিশ্চয়ই সহ্য করব না। এই জাতি উঠে দাঁড়াবে এবং সরকার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে বাধ্য হবে। আমরা এগিয়ে যাব এবং রাজপথে নামব, তবে আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকব।
মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের মুখপাত্র ড. কাসেম রসূল ইলিয়াস

শহরে মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের সুরক্ষা সম্মেলন। (পাশে) বক্তব্য রাখছেন সম্পাদক মাওলানা মুজাদ্দিদি।

বলেন, সংসদীয় যৌথ কমিটির কাছে ইতিমধ্যে সাড়ে ৮৫ লক্ষ কমিশনে ওয়াকফ সংশোধনী বিল বিরোধী ই-মেইল পাঠানো হয়েছে, যার মধ্যে শুধুমাত্র পঁচাত্তর লক্ষ মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড পাঠিয়েছিল। এখন গোটা উম্মাহ রুখে দাঁড়িয়েছে। এটা যথেষ্ট সান্ত্বনাদায়ক, কিন্তু আপনারা যদি এগিয়ে না আসেন, পরিস্থিতির পরিবর্তন হবে না।
বিখ্যাত বুদ্ধিজীবী তথা জাকাত ফাউন্ডেশনের কর্ণধার সৈয়দ জাফর মেহমুদ বিলটির ত্রুটিগুলির উপর বিশদ আলোকপাত করেছেন এবং প্রতিটি পয়েন্ট স্পষ্ট করেন।
বিস্তারিত জানিয়ে তিনি বলেন, সরকার খতম করতে চায় ওয়াকফ সম্পত্তি। আমাদের ওযাকফ সম্পত্তিতে অমুসলিমদের নিয়োগ নিয়ে এই বিলে বেশ কিছু ধারা রয়েছে যা মুসলিমদেরকে এস্টেট থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করবে। ওয়াকফ বোর্ডের এগারো সদস্যের মধ্যে মাত্র চারজন হবেন মুসলিম। তিনি আরও বলেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলছেন যে আমরা ওয়াকফ কমিটিতে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব দিচ্ছি। সরকারের এই বিলটি বিভ্রান্তিকর। কারণ, দুই মহিলার অন্তর্ভুক্তি ইতিমধ্যেই অনুমোদিত, এটা নতুন কিছু নয়। তাই ওয়াকফ ট্রাইব্যুনালে একজন মুসলিম বিশেষজ্ঞ থাকা দরকার ছিল। এই বিলটি ওয়াকফ এবং সাংবিধানিক অধিকার হরণকারী।
মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের সদস্য ও অল ইন্ডিয়া কাউন্সিলের জাতীয় সহ-সভাপতি মাওলানা আনিসুর রহমান কাসমি বলেন, দান আমাদের বিশ্বাসের সাথে জড়িত। মসজিদ বা অন্য প্রতিষ্ঠান যাই হোক না কেন, সেগুলিও দান। কাজেই এটা ভাবা উচিত নয় যে ওয়াকফ শুধুমাত্র আয়ের সাথে সম্পর্কিত, এটি ইসলামের আচার-অনুষ্ঠানের সাথে সম্পর্কিত, যা রক্ষা করা আমাদের সকলের দায়িত্ব।
মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের সদস্য ও আল করিম ইউনিভার্সিটির চেয়ারম্যান ডক্টর আহমদ আশফাক করিম স্বল্প সময়ের মধ্যে সম্মেলন আয়োজন করার জন্য মাওলানা আবু তালিব রহমানীর প্রশংসা করে বলেন, আজকের সম্মেলনের প্রভাব সারা দেশে এবং কলকাতায় অনুভূত হবে। সমগ্র দেশে একটি মহান বার্তা যাবে যে যে বিলটি প্রস্তাব করা হচ্ছে তা মুসলিমরা দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে। আমিরাত শরিয়া পাটনার ট্রাস্টি মাওলানা জাফর আবদুল রউফ রহমানি তার আবেগঘন ভাষণে বলেছেন যে আমরা একটি জীবন্ত জাতি এবং আমাদের গণতন্ত্রে টিকে থাকতে হলে আমাদের আওয়াজ তুলতে হবে। , আমাদের বিলাসিতা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে এবং আমাদের অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম করতে হবে, অন্যথায় আমাদের প্রজাতি বিলুপ্ত হবে।
রাজ্যের গ্রন্থাগার মন্ত্রী তথা জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের রাজ্য সভাপতি মাওলানা সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী বলেন, আমরা এই সভাটি খোলা মাঠে করতে পারতাম। কিন্তু কম সময়ে সভাটি জাঁকজমকপূর্ণভাবে করতে হতো তাই আমরাও মাঠে জড়ো হব। এই বৈঠকে আরও ঘোষণা করা হয়েছে, মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড আগামী ৬ অক্টোবর ঝাড়খণ্ডে ওয়াকফ সুরক্ষার বিষয়ে একটি সম্মেলনের আয়োজন করবে।
এদিন অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, মাওলানা মারুফ সালাফী (জমিয়তে আহলে হাদিস), জামায়াতে ইসলামী সার্কেলের আমির ডা. সাইউর রহমান, মাওলানা নাজ মীমুদ্দিন কাসমি (কনক, ওড়িডিশা), মুহম্মদ কামরুজ্জামান, হাজি সাউদ আলম, সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন প্রমুখ।

বজবজ ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
চণ্ডীপুর মোড় ■ বিড়লাপুর রোড ■ কলকাতা-৭০০১৩৭
https://bbinursing.com
Project of Amanat Foundation
ছেলেদের জন্য

আশশিফা ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
সহরার হাট ■ ফলতা ■ দক্ষিণ ২৪ পরগনা
https://ashsheefahospital.com
Project of AshSheefa Group
মেয়েদের জন্য

স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডে সহায়তা

- অভিজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত।
- আধুনিক সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি।
- ১০০+ বেডের নিজস্ব হাসপাতালে এবং অতিরিক্ত আরও ২ টি ১০০+ বেডের হাসপাতালে (আরতি ও ইউনিপন) প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
- মেয়েদের জন্য হসপিটাল ক্যাম্পাসে নার্সিং স্কুল ও হোস্টেল এর সুযোগ।
- ছেলেদের পৃথক হোস্টেল।
- ভর্তির যোগ্যতা: সায়েন্স/আর্টস/কমার্স) যেকোনও শাখায় HS এ 40% মার্কস।

HS পাস ছেলে ও মেয়েদের জন্য নার্সিং এর অ্যাডমিশন শুরু হয়ে গেছে

GNM
(3Years)
কোর্সে সরাসরি ভর্তি চলছে
ওয়েস্ট বেঙ্গল ও ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত
MBBS, MD, Dip. Card
(Director)

মুহাম্মদ শাহ আলম, চেয়ারম্যান
ডঃ মোশারফ হোসেন, ভাইস-চেয়ারম্যান

যোগাযোগ
6295 122937 / 93301 26912
9732 589 556

প্রথম নজর

কংগ্রেস, নির্দল থেকে তৃণমূলে যোগদান নওদায়

রাকিবুল ইসলাম ● নওদা

আপনজন: বিরোধী শিবির থেকে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান। ব্লক তৃণমূল সভাপতি শফিউজ্জামান শেখের উদ্যোগে যোগদান সভা ও কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হল মঙ্গলবার মুর্শিদাবাদের নওদা থানার বৃন্দাবনপুর হাইস্কুল মাঠে। এদিন এই যোগদান সভায় নওদা পঞ্চায়েতের দুজন জয়ী সদস্য কংগ্রেসের প্রতীকে জেতা একজন, কংগ্রেস সমর্থিত নির্দল সদস্যা, তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় পতাকা ধরে যোগ দেন। ব্লক তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, এ দিন বিভিন্ন দল থেকে পাঁচশো কর্মী তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন।
এদিন উপস্থিত ছিলেন মুর্শিদাবাদ লোকসভার সাংসদ আবু তাহের খান, বহরমপুর -মুর্শিদাবাদ ইউনিটের জেলা চেয়ারম্যান রবিউল আলম চৌধুরী, জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ তথা নওদা ব্লক তৃণমূল সভাপতি সফিউজ্জামান শেখ, নওদা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শহিদুল ইসলাম মন্ডল, পঞ্চায়েত প্রধান, ব্লক ও অঞ্চল তৃণমূল নেতৃত্বরা সহ অন্য নেতৃত্বরা।

বারুইপুরের নমিতা সেবায়তনে বসতেন সন্দীপ

জাহেদ মিস্ত্রী ● বারুইপুর

আপনজন: বারুইপুর এর নমিতা সেবায়তন নামে এক পলিক্লিনিকে অর্থপেডিক বিভাগে চিকিৎসা পরিষেবা দিতেন আর জি কর হাসপাতালের প্রিন্সিপাল সন্দীপ ঘোষ। ২০০৮-২০১০ সাল থেকে তিনি নিয়মিত আসতেন বারুইপুর। গত ফেব্রুয়ারি থেকে জুন মাসেও তিনি এসেছিলেন। প্রেসক্রিপশোনে নাম লিখতেন এস ঘোষ নামে যাতে কেউ জানতে না পারেন। প্রেসক্রিপসনে কোনো রেজিস্ট্রিসন নাম্বার লেখা থাকতো না। ৫০০ টাকা ভিজিট নিতেন। এই নমিতা সেবায়তন কে ঘিরে এখন জোর চর্চা বারুইপুরে, সরকারি হাসপাতালের অধ্যক্ষ হয়ে কীভাবে এখানে প্রাইভেট চেম্বার করতেন তা নিয়েই উঠেছে প্রশ্ন।

অনুব্রত কন্যা সুকন্যা মণ্ডল জামিনে মুক্ত

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: গতবছর ২৬ এপ্রিল অনুব্রত মন্ডলের মেয়ে সুকন্যা মণ্ডলকে গরু পাচার মামলায় গ্রেফতার করেছিল ইডি। তার পর থেকেই দিল্লির তিহার জেলে বন্দি ছিলেন। বেশ কয়েক মাস জেলে কাটানোর পর আজ আদালতের নির্দেশে জামিন মঞ্জুর হয় সুকন্যা মন্ডলের।এই খবর আসতেই বীরভূম জেলা ও বিশেষত বোলপুর তৃণমূলের কর্মীরা আনন্দিত। তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা-কর্মী ও রাজনৈতিক মহলেও আনন্দ ছড়িয়ে পড়ে। অনুব্রত মণ্ডলের পরিবারের জন্য এটি খুবই খুশির খবর।

‘অপদার্থ সরকার নিপাত যাক’ স্লোগান অধীরের মিছিলে

উস্মার সেখ ● বহরমপুর

আপনজন:অপদার্থ সরকার নিপাতযাক- শাষক তোমার কিসের ভয়, ধর্ষক তোমার কে হয় - স্লোগানকে সামনে রেখে মঙ্গলবার বহরমপুর শহর জুড়ে একটি বিরাত প্রতিবাদ মিছিল করলো জাতীয় কংগ্রেস।
এদিন বহরমপুরে জেলা কংগ্রেস কার্যালয় থেকে শুরু করে শহরের বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে কংগ্রেসের এই মিছিল করা হয়। মিছিলের নেতৃত্ব দেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী। সামিল ছিলেন মুর্শিদাবাদ জেলা কংগ্রেস নেতৃত্ব সহ দলের একাধিক সক্রিয় কর্মী ও সমর্থকরা। কংগ্রেসের এই মহা মিছিল শেষ হয় বহরমপুর টেক্সটাইল কলেজ মোড় সংলগ্ন এলাকায়। যেখানে পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি অনুসারে আজ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে কংগ্রেসের বিশাল এক প্রতিবাদ সভা। এদিন এই মিছিলে সামিল থেকে অধীর বাবু জানান- এই আন্দোলন কোনো রাজনৈতিক দলের নয়। বরং আজ যারা এই ঘটনার প্রতিবাদে আন্দোলন করছে- যারা এই নৃশংস ঘটনার সঠিক বিচার চাইছে মূলত তাদের সমর্থনে এই প্রতিবাদ মিছিল। আর জি করের ঘটনায় যতোদিন ন্যায় বিচার না হচ্ছে ততোদিন এই আন্দোলন চলবে বলে জানান অধীর রঞ্জন চৌধুরী।

কৃতী মেডিক্যাল ছাত্রের ডাক্তারিতে ভর্তি বঞ্চনা নিয়ে সোচ্চার নওশাদ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: বাঁকুড়ার এক নিট উত্তীর্ণ কৃতি ছাত্র, যিনি ওবিসি তালিকাভুক্ত। তাঁকে প্রথম কাউন্সেলিংয়ে অ্যালটমেন্ট লেটার দেওয়ার পরেও কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালের ডিন ভর্তি না করে ফিরিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। সেই ঘটনায় নিটে ৬৭০ নম্বর পাওয়া এই ছাত্রা মারুফ খানকে অবিলম্বে ভর্তি নেওয়ার জন্য দাবি তুলল নওশাদ সিদ্দিকীর নেতৃত্বাধীন আইএসএফ।
এক প্রেস বিবৃতিতে আইএসএফর তরফে বলা হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের মেডিকেল কলেজ সহ বহু কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখা যাচ্ছে যে ভর্তির ক্ষেত্রে ওবিসি তালিকাভুক্ত ছেলেমেয়েরা বঞ্চিত হচ্ছে। তাদের নন ক্রিমি লেয়ার সার্টিফিকেট পুনর্নবীকরণ করছেন না বিভিন্ন সরকারি আধিকারিকেরা। তারা প্রায়ই হেনস্থার শিকার হচ্ছেন। আইএসএফের অভিযোগ, একটি বিশেষ রাজনৈতিক মদতপুষ্ট গ্রুপ, যারা সংরক্ষণের বিরোধিতায় সরব, তারা চায় না সংখ্যালঘু পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায় শিক্ষার সুযোগ পাক।। অন্যদিকে, রাজ্য সরকার দীর্ঘদিন ধরে এই বিষয় নিয়ে টালবাহানা করেছে। মামলা নিয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবগত করেনি। হাইকোর্টে উত্থাপন হওয়ার পর সকলের নজরে আসে বিষয়টি। এখন সুপ্রিম কোর্টে মামলা চলছে। কিন্তু ১২-১৩ বছর সরকারে থাকার পরেও এই সরকার কোন সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি বলে অভিযোগ আইএসএফের।

গলসিতে ঢালাই রাস্তার কাজে দুর্নীতির অভিযোগ

আজিজুর রহমান ● গলসি

আপনজন: নিয়ম মেনে ও ফলকের লেখা অনুযায়ী হয়নি রাস্তার ঢালাই এমনই অভিযোগ নিয়ে সোমবার ঠিকেদারকে ঘেরাও করে রাখেন গ্রামের বহু মানুষ। ঘটনায় বেশ চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পরে গলসি ১ নং ব্লকের পারাজ গ্রাম পঞ্চায়েতের সিমনোড়ী গ্রামে। গ্রামবাসীদের এক অংশের অভিযোগ, রাস্তার ফলকে লেখা আছে সিমনোড়ী নাপিত পাড়া থেকে প্রাইমারি স্কুল প্রযন্ত ঢালাই রাস্তা নির্মান। তবে সেই রাস্তা প্রাইমারি স্কুলের আগেই শেষ হয়ে গেছে। ঠিকেদার ফলক লাগিয়ে দিয়েছে রাতের অন্ধকারে। বিষয়টি নিয়ে সোমবার গলসি ১ নং ব্লক বিডিও কাছে লিখিত অভিযোগ করেন তারা। এরপরই বৈকাল নাগাদ রং মিস্ত্রী নিয়ে ঠিকেদার ফলক অর্থাৎ বোর্ডের কাছে এলেই তাকে আটকে বিক্ষোভ শুরু করেন গ্রামবাসীরা। তাদের দাবী ওই কাজে দুর্নীতি হয়েছে। যাতে ঠিকেদার ও প্রধান যুক্ত আছে। জানতে পারা গেছে, ওই রাস্তা নির্মাণে বরাদ্দ হয়েছিল ৩,৪৯,৫২৪ টাকা। যা দিয়ে প্রাইমারি স্কুল প্রযন্ত ঢালাই হবার কথা। তবে প্রাইমারি স্কুলের অনেক আগেই শেষ করায় ক্ষোভ গ্রামবাসীদের। অমর বটব্যাল বলেন, সিডুল মেনে কোন কাজ হয়নি। ৬ ইঞ্চি ঢালাই হবার কথা থাকলেও ৩ ইঞ্চি ঢালাই করা হয়েছে। তাছাড়াও রাস্তা যতটা চাওড়া করার কথা ছিল ততটা চাওড়া করা হয়নি। যদি গোটা কাজ না হয় তাহলে বোর্ডে লেখা হল কেন। আমরা বিডিওকে অভিযোগ করেছি বলে রং মিস্ত্রী এনে মুছতে এসেছিল। এদিকে গ্রামবাসীরা প্রশ্ন তোলেন, প্রাইমারি স্কুল প্রযন্ত এস্টিমেট না হলে বোর্ড লেখা হল কার নির্দেশ ? এদিকে বিডিও অফিসে অভিযোগের পর ইওই লেখা ঠিকেদার মুছতে আসায় রহস্যের দানা বাঁধে গ্রামবাসীদের মনে। তারা একে একে জড়ো হন ফলকের কাছে। বিষয়টি নিয়ে পঞ্চায়েত প্রধান পুস্স রুইদাস জানান, যত টাকা বরাদ্দ হয়েছে তত টাকারই কাজ হয়েছে। নিয়ম মেনেই কাজ হয়েছে। ওরা তদন্ত করছে করুক।

ওয়াকফ সুরক্ষা সম্মেলন...

মঙ্গলবার কলকাতার মৌলালির কাছে মায়রা সভাঘরে অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের ওয়াকফ সুরক্ষা সম্মেলন শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি বোর্ড সভাপতি খালিদ সাইফুল্লাহ রহমানি সহ অন্যান্যরা।

রাজ্য সংখ্যালঘু কমিশনের বিশেষ নাগরিক বৈঠক বর্ধমান শহরে

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: রাজ্য সংখ্যালঘু কমিশনের উদ্যোগে পূর্ব বর্ধমানের বিডিএর সভা ঘরে সংখ্যালঘু উন্নয়ন বিষয়ক একটি সভা অনুষ্ঠিত হলো। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যান তথা প্রাক্তন সাংসদ আহমেদ হাসান ইমরান, বর্ধমান দুর্গাপুরের প্রাক্তন সাংসদ তথা রাজ্য সংখ্যালঘু কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান মমতাজ সংঘমিতা, সংখ্যালঘু কমিশনের সদস্য এস. এস. আলুওয়ালিয়া, পূর্ব বর্ধমান জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক সনা আক্তার (আইএএস), সংখ্যালঘু কমিশনের সদস্য সেহনাজ কাদরী, অ্যাডভোকেট রফিকুল ইসলাম, সহ আরও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি। এই অনুষ্ঠানে সংখ্যালঘু মুসলিম, খ্রিস্টান, শিখ এবং জৈন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা, এনজিও কর্মী, শিক্ষক এবং অন্যান্য পেশাজীবীরাও উপস্থিত ছিলেন। সভায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিভিন্ন সমস্যা এবং দাবি-দাওয়া নিয়ে আলোচনা হয়। সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যান আহমদ হাসান ইমরান উল্লেখ করেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি সংখ্যালঘু উন্নয়নে পাঁচ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন। তিনি জানান, সংখ্যালঘু ছাত্র-ছাত্রীদের স্কলারশিপ থেকে শুরু করে হোস্টেল নির্মাণ ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেই সমস্ত এলাকাগুলো, যেখানে সমস্যা আছে, তা নিরসনের জন্য কমিশন নিরলসভাবে কাজ করছে।
প্রথম দিকে জেলাশাসকের প্রতিনিধি না থাকার কারণে সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যান কিছুটা অসন্তোষ প্রকাশ করেন, তবে অতিরিক্ত জেলাশাসক সনা আক্তার আসার পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। শিখ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি মহেন্দ্র সিং সালুজা বর্ধমানের গুরু দুয়ারা উন্নয়নের জন্য আবেদন জানান এবং সরকারি লিফলেটে বর্ধমানের গুরু দুয়ারাতে গুরু নানকের পদধূলি পড়েছিল তার চরণ কমল সরকারি লিফলেটে অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব দেন।
জৈন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি বর্ধমান মহাবীরের নাম অনুসারে বর্ধমান শহরের নামকরণ হওয়ার প্রসঙ্গ তুলে ধরেন এবং বর্ধমান রেলস্টেশনে মহাবীরের একটি মূর্তি স্থাপনের অনুরোধ জানান। খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি বিকাশ মল্লিক কার্জন গেটের পাশে অবস্থিত খ্রিস্টান চার্চের উন্নয়নের জন্য সংখ্যালঘু কমিশনের কাছে আবেদন জানান। মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা সংখ্যালঘু হোস্টেল, ছাত্র-ছাত্রীদের স্কলারশিপ এবং অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোকপাত করেন।
বর্ধমান আল-আমিন মিশনের সম্পাদক আজফার হোসেন সংখ্যালঘু মিশনগুলোর উন্নয়নের জন্য মিড ডে মিল এবং সরকারি বইয়ের ব্যবস্থা করার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। রহমানিয়া আল-আমিন মিশনের সম্পাদক হাজী কুতুব উদ্দিন সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে দেশের উন্নয়নের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানান। সাহিত্যিক রমজান আলি ও বিধায়ক অলোক মাঝি পূর্ব বর্ধমানের দর্শনীয় ও পর্যটনের জায়গা গুলি গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলেন।

ওয়াকফ বিল প্রত্যাহার সহ নানা দাবিতে এসডিপিআই-এর মিছিল

আলম সেখ ● কলকাতা

আপনজন: মঙ্গলবার কলকাতার কলেজ স্কোয়ার থেকে নিউমার্কেট পর্যন্ত ওয়াকফ বিল প্রত্যাহার সহ বিভিন্ন দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করল এস ডি পি আই।
কলকাতার পার্শ্ববর্তী জেলাগুলি থেকে আসা মিছিলে স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে– , “সব অপরাধীর শাস্তি চাই, সব রোগীর চিকিৎসা চাই, আখলাক থেকে সাবির মোল্লা সবার ন্যায়বিচার চাই। মিছিলে হাঁটেন রাজ্য সভাপতি তায়েদুল ইসলাম, সহ-সভাপতি স্বপন কুমার বিশ্বাস, মোঃ শাহাবুদ্দিন , রাজ্য সম্পাদক গোলাম মর্তুজা, রাজ্য কমিটির সদস্য মাসুদুল ইসলাম, মোঃ সারুর আলম। ওমেন ইন্ডিয়া মুভমেন্টের জাতীয় সভাপতি ইয়াসমিন ইসলাম। কলকাতার নিউ মার্কেট প্রাঙ্গণে সভার মধ্য দিয়ে প্রতিবাদ মিছিল শেষ হয়। সভায় বক্তব্য দিতে গিয়ে রাজ্য সভাপতি তায়েদুল ইসলাম বলেন, সরকারের মুসলিমদের ওয়াকফ সম্পত্তি হাতিয়ে নেওয়ার প্রচেষ্টা চলছে। অথচ ওয়াকফ সম্পত্তি মুসলিমদের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক বিকাশ, পাশ্চাতপদ মুসলিমদের উন্নয়ন ও জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যবহার্য, সেই উদ্দেশ্য সাধনেই ধর্মপ্রাণ মুসলিমরা এই সম্পত্তি উৎসর্গ করেন। সরকার এই সম্পত্তি মুসলমানদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে উদ্যোগী হয়েছে– যদিও মুসলমানরাই আজ দেশে সব চাইতে পিছিয়ে যা সাচার প্রভৃতি কমিটি দ্বারা প্রত্যয়িত। রাজ্য সহ সভাপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন দেশজুড়ে বেড়ে চলা পিটিয়ে হত্যা, গুরুর মাংসের নামে নির্যাতন ও ধর্ষণ প্রসঙ্গে বক্তব্য দিতে গিয়ে বলেন– সারা দেশ জুড়ে চলছে নারী নির্যাতনের মহা তাণ্ডব। ধর্ষণ ও নির্মম খুন আজ জল ভাতের মতো, দিন দিন যা ভয়ানক হয়ে উঠছে। আর জি কর-এর ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে আন্দোলনরত চিকিৎসকদের পক্ষে সোচ্চার হন রাজ্য সম্পাদক এ কে এম গোলাম মোর্তোজা। পাশাপাশি তিনি চিকিৎসা পরিষেবা চালু করার জোরালো দাবি জানান। তিদেশ জুড়ে বেড়ে চলা বাঙালি বিদ্বেষের বিরুদ্ধে বাংলার সমস্ত মানুষকে একত্রিত হওয়ার আহবান জানান রাজ্য কমিটির সদস্য মাসুদুল ইসলাম। “ধর্ষক দিয়েই যাদের দল গঠিত তারা আজ ধর্ষণ নিয়ে ব্যথিত এটা হাস্যকর,” আর জি কর-এর ঘটনায় বিজেপির ভূমিকা নিয়ে এমনি কটাক্ষ করেন ওমেন ইন্ডিয়া মুভমেন্টের জাতীয় সভাপতি ইয়াসমিন ইসলাম।

বাঁকুড়া বিএলআরও অফিসে বিক্ষোভ

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: 'ছুটির দিনে সরকারী কাগজপত্র পুড়িয়ে নষ্ট, টাকার বিনিময়ে জমির মিউটেশান ও বালি মাফিয়াদের সঙ্গে যোগসাজশের অভিযোগ তুলে রাইপুর ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরে বিক্ষোভ দেখাল রায়পুর নাগরিক মঞ্চ ও কুড়মী সমাজ। সোমবার সপ্তাহের প্রথম কাজের দিন ওই দলের কর্মীরা মিছিল করে রাইপুর ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের সামনে পৌঁছে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। অভিযোগ, রাইপুর ব্লক রাইপুর ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর 'দূর্নীতির আঁতুড় ঘর'। 'তথ্য প্রমাণ লোপাটের উদ্দেশ্যে' এই দপ্তরের অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাগজ পুড়িয়ে ফেলা এখানে টাকার বিনিময়ে ছাড়া কোন কাজ হয়না। সরকারের তরফে 'মিউটেশান ফ্রী' ঘোষণা করা হলেও এখানে টাকা দিতে হয়। এমনকি বালি মাফিয়াদের সঙ্গে এই দপ্তরের আধিকারিকের 'যোগসাজশ' রয়েছে বলে তাঁরা স্পষ্টতই অভিযোগ করেন। রাইপুর বিএলারও আধিকারিক তনুময় দাসের দাবি, কোন গুরুত্বপূর্ণ কাগজ পড়ানো হয়নি।

রাতে হাতুড়ে ডাক্তারকে ছুরির কোপ!

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: রাজনগর ব্লকের চন্দ্রপুর থানার পাতাডাঙ্গা গ্রামে এক হাতুড়ে ডাক্তারকে ছুরির কোপ বসাল দুষ্কৃতীরা। গুরুতর আহত অবস্থায় তড়িঘড়ি তাকে সিউড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় বলে পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে। ঘটনাটি রাজনগর ব্লকের চন্দ্রপুর থানার অন্তর্গত পাতাডাঙ্গা গ্রামে। জানা যায় যে,হারুন রশিদ মন্ডল নামে ৫৬ বছর বয়সী এক হাতুড়ে ডাক্তারের উপর ছুরির কোপ পড়ে। এদিন পাথরচাপুরি গ্রামে তাঁর চেম্বার থেকে নিজের বাড়ি পাতাডাঙ্গা গ্রামে ফেরেন সোমবার রাত্রে। হারুন রশিদ রাত প্রায় এগারোটা নাগাদ তাঁর নিজের বাড়ির ছাদে গেলে সে সময়ই দুষ্কৃতীরা বাইরে থেকে এসে তাঁর ওপর হামলা চালায় বলে অভিযোগ।ছাদের উপর রাতের অন্ধকারে একা পেয়ে এলোপাথাড়ি ছুরির কোপ বসাতে থাকে তাঁর গায়ে। তাঁর চিৎকারে আশেপাশের লোক এসে সেখানে জড়ো হয় এবং তড়িঘড়ি তাঁকে সিউড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তির জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা দেখা দেয়।ইতিমধ্যে চন্দ্রপুর থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছেন বলে জানা যায়।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের সম্মেলন মশাটে

সেখ আবদুল আজিম ● চণ্ডীতলা

আপনজন: হুগলির চন্ডীতলা ব্লক ওয়ানের অন্তর্গত মশাটে একটি বেসরকারি লজে অনুষ্ঠিত হলো পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশন সম্মেলন। বেলা তিন ঘটিকায় শুরু হয় অনুষ্ঠান। উপস্থিত ছিলেন চন্ডীতলা ব্লক ওয়ানের সভাপতি মলয় খা মহাশয় এ ছাড়া মশাট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সঞ্জীব দাড়িও চন্ডীতলা ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির কর্মদক্ষ মোশাররফ আলী এছাড়া হুগলি জেলা পরিষদের সদস্য ভোলানাথ চ্যাটার্জি উপস্থিত ছিলেন শ্রীমতি দীপ্তি সরকার (আধিকারি) হুগলি জেলা কমিটি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশন এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ হুগলি জেলা কমিটি প্রমুখ। সকলেই সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির ভূয়াসি প্রশংসা করে বলেন, হুমকি নয় অফিস টাইমের পর নিজের সংগঠন তৈরি করুন মমতা দিদি আমাদের সাথে আছেন আমরা তার পাশে আছি সর্বক্ষণ। উপর মহলের কোন উপদেশ ছাড়া আমরা কোন কাজ করি না সেইরূপ আপনাদেরও চলতে হবে। সংগঠনের একটি অ্যাপ তৈরি করার আহ্বান জানান ঊর্ধতন নেতৃবৃন্দ।

রাজ্যে আরও ৫টি পস্কো কোর্ট হবে: মন্ত্রী চন্দ্রিমা

সুব্রত রায় ● কলকাতা

আপনজন ডেস্ক: রাজ্যে ধর্ষণ সহ মহিলাদের ওপর অপরাধের ঘটনার দ্রুত বিচারের জন্য আরো পাঁচটি পস্কো কোর্ট তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। মঙ্গলবার নবান্নে ক্যাবিনেট বৈঠকে এই নতুন ৫টি কোড তৈরি করার প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ক্যাবিনেট বৈঠকের শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানান, এর ফলে রাজ্যে মোট ৬৭ টি পস্কো কোর্ট হবে। এর আগে পস্কো কোর্টের সংখ্যা ছিল ৬২টি। এর মধ্যে ৬'টি রয়েছে ই -পস্কো কোর্ট। রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য দাবি করেন নতুন আরো পাঁচটি পস্ক কোর্ট তৈরি করার জন্য বিচার বিভাগীয় দপ্তর থেকে আবেদন আসে। সেই আবেদন ক্যাবিনেটে অনুমোদিত হয়। শিশুদের ওপর যৌন নিগ্রহের ঘটনা রোধে এবং এই ধরনের অপরাধ হলে সেই অপরাধীদের বিরুদ্ধে দ্রুত বিচার ব্যবস্থার মাধ্যমে সাজা ঘোষনায় রাজ্য সরকার কতটা উদ্যোগী আজকের এই নতুন পাঁচটি পস্কো কোর্ট গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ তার বড় দৃষ্টান্ত। তিনি বলেন কিছুদিন আগেই বিধানসভায় অপরাজিতা বিল পাস হয়েছে। এবার এই নতুন কোর্ট গুলি গঠন হলে অতি দ্রুত এই ধরনের অপরাধ যারা ঘটাবে তাদের সাজা দেওয়ার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগ বাস্তবে রূপ নেবে। অন্যদিকে, ব্যস্ত রুবির মোড়ে চলন্ত বাসে শ্লীলতাহানির ঘটনা ঘটল।
জনগণ এই ঘটনায় যে জড়িত সেই যুবককে ধরে গণপ্রহার দেয়। পুলিশ ওই যুবককে গ্রেফতার করেছে।আর জি করে তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ-খুনের ঘটনার পর থেকে রাজ্যের পরিস্থিতি সামগ্রিকভাবে বেশ কিছুটা তপ্ত। পথেঘাটে মহিলাদের সুরক্ষার বিষয়টি এবার বাড়তি গুরুত্ব সহকারে ভাবতে হচ্ছে। এমনই আবহে ফের কলকাতার রাস্তায় শ্লীলতাহানির ঘটনায় নতুন করে অশান্তি ছড়িয়ে পড়ে।

আর জি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে মহিলা মিছিল

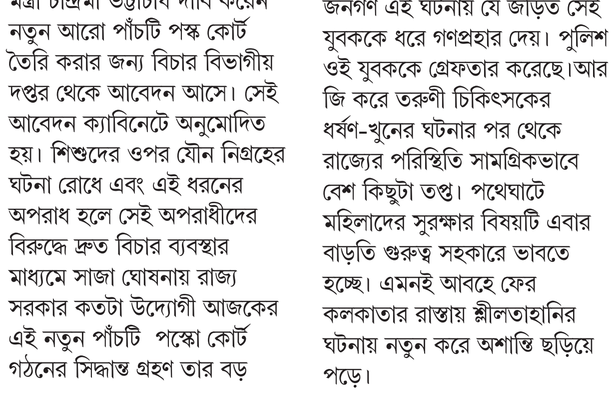

আজিম শেখ ● ময়ূরেশ্বর

আপনজন: আরজিকর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নৃশংস ঘটনার একমাস পেরিয়ে গেলেও দোষীদের এখনো পর্যন্ত হয়নি কোনো সাজা, আর ঠিক যে সমস্ত দোষীরা এই নৃশংস ঘটনার সাথে যুক্ত সে সমস্ত দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক সাজা দেওয়ার দাবিতে আজ অর্থাৎ মঙ্গলবার বৈকাল ৪ টে থেকে ৫:৩০ পর্যন্ত ময়ূরেশ্বর হাটতলা থেকে ক্যানেলে অফিস মোড় পর্যন্ত প্রতিবাদ মিছিল করল ওই এলাকার মানুষজন। মূলত আর জি কর মেডিকেল হাসপাতালে ১ ডাক্তারি পড়ুয়াকে নৃশংস ভাবে খুন করা হয়েছে ঠিক এমনই অভিযোগ ওঠে। আর তারই প্রতিবাদে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিবাদের ঝড় তুলেছে সমস্ত স্তরের মানুষ। ঠিক একইভাবে মঙ্গলবার ময়ূরেশ্বরে প্রতিবাদে নামলো ওই এলাকার মানুষজন। মূলত তাদের দাবি, আর জি কর মেডিকেল হাসপাতালে নৃশংস ঘটনা একমাস পেরিয়ে গেলেও এখনো পর্যন্ত দোষীদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক সাজা দেওয়া হল না কেন? দোষীরা যাতে দ্রুত শাস্তি পায় তারই দাবিতে আজ পথে নেমে প্রতিবাদ জানালো ওই এলাকার মানুষ।

প্রথম নজর

রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানের

আপনজন ডেস্ক: সৌদি আরব ও রাশিয়ার মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদার করার বিষয়ে রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই ল্যাভরভের সঙ্গে আলোচনা করেছেন সৌদি ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমান। সোমবার সৌদির রাজধানী রিয়াদে রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন সৌদি যুবরাজ।

রাশিয়া ও সৌদি আরবের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় উভয়েই বৈঠকের তথ্য নিশ্চিত করেছে। তবে বৈঠকের আলোচনার বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি। এর আগে, ল্যাভরভ সৌদি পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রিন্স ফয়সাল বিন ফারহানের সঙ্গে বৈঠক করেন। তবে মস্কো এই বৈঠকের কোনো নির্দিষ্ট আলোচ্যসূচির বিবরণ প্রকাশ করেনি।

সৌদি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তাদের অফিসিয়াল সাইটে জানিয়েছে, বৈঠকে দুই দেশের মধ্যকার সম্পর্ক ও পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির উপায় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ইস্যু নিয়েও কথা হয়েছে।

এদিকে, রাশিয়া-জিসিসি (গালফ কোঅপারেশন কাউন্সিল) স্ট্র্যাটেজিক ডায়ালগের সপ্তম মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকের আগে ল্যাভরভ জিসিসি মহাসচিব জাসেম মোহাম্মদ আলবুদাইয়ির সঙ্গেও বৈঠক করেছেন।

২০২৬ সালের মধ্যে ইরাক থেকে সব সেনা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত যুক্তরাষ্ট্রের

আপনজন ডেস্ক: আগামী ২০২৬ সালের মধ্যে ইরাক থেকে সব সেনা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। দুই দশক পর ইরাক ছাড়তে বাধ্য হচ্ছে মার্কিন বাহিনী। বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, এরইমধ্যে ইরাকের সঙ্গে এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সমঝোতা চুক্তি হয়েছে, এখন কেবল আনুষ্ঠানিক ঘোষণার অপেক্ষা।

মধ্যপ্রাচ্যের কাতার, বাহরাইন, কুয়েত, সৌদি আরব, ইরাক, সিরিয়া ও সংযুক্ত আরব আমিরাতে প্রায় ত্রিশ হাজার মার্কিন সেনা অবস্থান করছে। সিরিয়া ছাড়া বাকি দেশগুলোতে মার্কিন সেনারা দেশগুলোর অনুমতি নিয়েই মোতায়েন রয়েছেছে।

তবে ইরাক ও সিরিয়ায় বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর হামলা ঠেকাতে প্রায়ই ব্যর্থতার অভিযোগ উঠেছে মার্কিন সেনাদের বিরুদ্ধে। এর মধ্যেই ২০২৫ সাল নাগাদ ইরাকে অবস্থিত মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। আগামী বছরের সেপ্টেম্বরে বেশিরভাগ মার্কিন সেনা ইরাক থেকে সরিয়ে নেয়া হবে বলে জানা গেছে। বাকিরা ২০২৬ নাগাদ দেশে ফিরে যাবে।

জানা গেছে, এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র ইরাকের সঙ্গে চুক্তি করেছে। এখন শুধু ঘোষণা দেয়ার অপেক্ষা। চলতি মাসেই এ ঘোষণা আসতে পারে। চুক্তিতে বলা হয়েছে, শত শত মার্কিন সেনারা আগামী বছরের সেপ্টেম্বর থেকে ইরাক ত্যাগ করা শুরু করবে। আগামী কয়েকদিনের মধ্যে এ বিষয়ে চুক্তি স্বাক্ষর হতে পারে। তবে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষামন্ত্রী লয়েড অস্টিন বলেছেন, সেনা প্রত্যাহারের জন্য দুই বছর যথেষ্ট সময় নয়।

বিশ্বের ক্ষুধার্ত মানুষের ৮০ শতাংশই গাজার বাসিন্দা

আপনজন ডেস্ক: গত ৭ অক্টোবর থেকেই গাজায় অমানবিক আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে দখলদার ইসরাইলি বাহিনী। শুধু হামলা করেই ক্ষান্ত হয়নি, পুরো উপত্যকাটিকে অবরুদ্ধ করেও রেখেছে তারা। সেনাদের নৃশংস হত্যাকাণ্ড থেকে রেহাই পাচ্ছে না শিশুরাও। ইসরাইলি বাহিনীর লাগাতার হামলায় চরম মানবিক সংকটও সৃষ্টি হয়েছে গাজায়। বোমাবর্ষণের কারণে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে পুরো গাজা। একইভাবে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ক্ষুধার্ত মানুষের তালিকা। আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমগুলো জানিয়েছে, ইসরায়েলি সেনাদের অব্যাহত হামলার কারণে দেশটিতে মানবিক সংকট বেড়েছে। সেনাদের বোমাবর্ষণের কারণে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে পুরো গাজা উপত্যাকা। পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ক্ষুধার্ত মানুষের তালিকা। জাতিসংঘ জানিয়েছে, বিশ্বের ক্ষুধার্ত মানুষের ৮০ শতাংশই গাজার বাসিন্দা।

হামাসের একজন কর্মকর্তা আরব ও মুসলিম দেশগুলোকে গাজার অবরোধ ভাঙার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। কারণ, গাজায় ইসরায়েলের নির্বিচার হামলাকে কেন্দ্র করে মধ্যপ্রাচ্য ও আশপাশের এলাকায় সংঘাত ছড়িয়ে পড়েছে। গত ২৪ ঘন্টায় এই অঞ্চলে ১৬৩ জনেরও বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। এই সময়ে নতুন করে আরো ৩৫০ ফিলিস্তিনি আহত হয়েছেন।

ক্ষমতার প্রায় চার বছরের ৪০ শতাংশই ছুটি কাটালেন বাইডেন

আপনজন ডেস্ক: মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ক্ষমতায় আসার চার বছরে মোট কার্যদিবসের প্রায় ৪০ শতাংশ ছুটি কাটিয়েছেন। রিপাবলিকান ন্যাশনাল কমিটির সাম্প্রতিক এক বিশ্লেষণে এ তথ্য উঠে এসেছে।

৮১ বছর বয়সী জো বাইডেন চার বছরেরও কম সময়ে ৫৩২ দিন ছুটি নিয়েছেন। একজন মার্কিন কর্মী তার কর্মজীবনের প্রায় পাঁচ দশকে যতটা ছুটি কাটান, সেই তুলনায় মাত্র চার বছরের কম সময়ে বাইডেন বেশি ছুটি কাটিয়েছেন। গত ১ সেপ্টেম্বর এই তথ্যটি প্রকাশ করেছে আরএনসির বিশ্লেষকরা।

একজন মার্কিন কর্মী গড়ে বছরে ১১ দিন ছুটি পেয়ে থাকেন। সেই হিসেবে প্রেসিডেন্ট বাইডেন সাধারণ একজন কর্মীর তুলনায় প্রায় ৪৮ বছরের সমান ছুটি কাটিয়েছেন। সমালোচকরা বলছেন, বিশ্বজুড়ে অস্থিরতা এবং দেশের অভ্যন্তরীণ সমস্যা চলাকালীন এত ছুটি নেয়া প্রেসিডেন্টের জন্য অনুপযুক্ত।

সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অধীনে হোয়াইট হাউজের বাজেট অফিসের সাবেক জেনারেল কাউন্সেল মার্ক পাওলেটা বলেছেন, আমেরিকা ও বিশ্বে যখন আগুন জ্বলছে,সেই সময় সমুদ্র সৈকতে চেয়ারে হেলান দিয়ে আরাম করে ঘুমাচ্ছেন বাইডেন-এই দৃশ্যটিই এক সময় তার প্রেসিডেন্সির প্রতীক হয়ে দাঁড়াবে। তবে প্রেসিডেন্টের সহযোগীরা জানিয়েছেন, ছুটিতে থাকলেও কাজ করেন বাইডেন। এছাড়া সবসময়ই তাকে ফোনে পাওয়া যায়। অনেকেই বাইডেনের ছুটির পরিমাণ ও সময়কাল নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।

সমালোচকরা আরো বলছেন, মূল্যস্ফীতি, সীমান্ত নিরাপত্তা ও আন্তর্জাতিক সংঘাতের মতো বিষয়গুলোর দিকে প্রেসিডেন্টের মনোযোগ বেশি দেয়া উচিত।

যুক্তরাষ্ট্রের আগের প্রেসিডেন্টদের সাথে তুলনা করলে দেখা যায়, বাইডেন তার পূর্বসূরিদের চেয়ে বেশি ছুটি নিয়েছেন। ডোনাল্ড ট্রাম্প তার মেয়াদের ২৬ শতাংশ ব্যক্তিগত সফরে কাটিয়েছেন। সেই তুলনায় বাইডেনের ৪০ শতাংশ ছুটি অনেক বেশি।

রোনাল্ড রিগ্যান ও বারাক ওবামা দুই মেয়াদে মাত্র ১১ শতাংশ সময় ছুটিতে কাটিয়েছিলেন। আর জিমি কার্টার তার এক মেয়াদে মাত্র ৭৯ দিন ছুটি নিয়েছিলেন।

কারাগারে ভিড় কমাতে বন্দিদের মুক্তি দিচ্ছে ব্রিটেন

আপনজন ডেস্ক: ব্রিটিশ কারাগারগুলোতে আটক অনেক বন্দিকে মঙ্গলবার আগাম মুক্তি দেওয়া হবে। ভিড় কমানোর লক্ষ্যে সরকারের পদক্ষেপের অংশ হিসেবে তারা মুক্তি পাবে।

সম্প্রতি প্রকাশিত পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, ইংল্যান্ড ও ওয়েলসের কারাগারে বন্দির সংখ্যা তাদের ইতিহাসে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে।

এদিকে মুক্তি পাওয়া বন্দিরা ফের অপরাধ করতে পারে–এমন উদ্বেগের বিষয়ে সরকার জোর দিয়ে বলেছে, কোনো সহিংস

অপরাধী বা পারিবারিক নির্যাতনকারী আগাম মুক্তির জন্য যোগ্য হবে না। ব্যবসাবিষয়ক মন্ত্রী জোনাথন রেনল্ডস স্কাই নিউজকে বলেছেন, এক হাজার ৭০০ বন্দিকে মুক্তি দেওয়া ‘একটি কঠিন সিদ্ধান্ত’। এ ছাড়া প্রধান পরিদর্শক মার্টিন জোন্স সতর্ক করে বলেন, ‘এটি নিশ্চিত যে কেউ কেউ ফের অপরাধ করবে।’ পাশাপাশি তিনি উল্লেখ করেন, প্রতিবছর কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়া প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মানুষ এক বছরের মধ্যে ফের অপরাধ করে। সাম্প্রতিক মাসগুলোতে ইংল্যান্ডজুড়ে অভিবাসনবিরোধী দাঙ্গায় অংশ নেওয়া মানুষদের আটকের কারণে কারাগারে ভিড় বেড়েছে। সরকার বলেছে, অশান্তিতে জড়িতদের আগাম মুক্তির পরিকল্পনা থেকে বাদ দেওয়া হবে না।

ইরানের ওপর ইউরোপীয় ৩ দেশের নিষেধাজ্ঞা

আপনজন ডেস্ক: ইউক্রেন যুদ্ধে ব্যবহারের জন্য রাশিয়ায় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহ করার অভিযোগ তুলে জার্মানি, ফ্রান্স ও ব্রিটেন মঙ্গলবার ইরানের নিন্দা করেছে। একই সঙ্গে তারা বিমান পরিবহনকে লক্ষ্য করে দেশটির ওপর নতুন নিষেধাজ্ঞা আরোপের ঘোষণা দিয়েছে।

ইউরোপীয় তিনটি দেশ যৌথ বিবৃতিতে বলেছে, ‘আমরা ইরানের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বিমান পরিষেবা চুক্তি বাতিলের জন্য অবিলম্বে পদক্ষেপ নেব। ইরান এয়ারের (এয়ারলাইনস) ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের জন্যও কাজ করব।’

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিনকেন এর আগে লন্ডন সফরে বলেছেন, রাশিয়া ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের চালান পেয়েছে এবং ‘ইউক্রেনে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে এগুলো ব্যবহার করবে বলে মনে হয়’। লন্ডন, প্যারিস ও বার্লিন বলেছে, ‘ইরানের এই পদক্ষেপ রাশিয়ার যুদ্ধে তাদের সামরিক সমর্থনকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে এবং এর ফলে ইউরোপীয় মাটিতে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র পৌঁছে যাবে, যা ইউক্রেনীয় জনগণের দুর্ভোগ বাড়াবে।’

তারা আরো বলেছে, এই পদক্ষেপটি ইরান ও রাশিয়া উভয়ের–সংঘটিত একটি উসকানি এবং এটি ইউরোপীয় নিরাপত্তার জন্য সরাসরি হুমকি। তারা ইরানের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বিমান পরিষেবা চুক্তি বাতিলের করার জন্য অবিলম্বে পদক্ষেপ নেবে।

এর পাশাপাশি ইরানের ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচি এবং রাশিয়ায় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাত্র ও অন্যান্য অস্ত্রের স্থানান্তরের সঙ্গে জড়িত উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপের পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

ওয়াশিংটনের নেওয়া একটি পদক্ষেপের প্রতিধ্বনি করে এই তিন দেশ বলেছে, ‘আমরা ইরান এয়ারের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের জন্যও কাজ করব।’

এদিকে তিন দেশের যৌথ ঘোষণার কিছুক্ষণ আগে ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র নাসের কানানি একটি বার্তায় ইরানি অস্ত্র স্থানান্তরের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তিনি লিখেছেন, ‘ইরানি অস্ত্র স্থানান্তর নিয়ে মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর খবর ছড়ানো কুৎসিত প্রচার ও মিথ্যাচার।’ তিনি অভিযোগ করেছেন, এর উদ্দেশ্য ‘গাজা উপত্যকায় গণহত্যার জন্য যুক্তরাষ্ট্র ও কিছু পশ্চিমা দেশের ব্যাপক অবৈধ অস্ত্র সহায়তার মাত্রা গোপন করা’, যেখানে ফিলিস্তিনি সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসের সঙ্গে ইসরায়েল যুদ্ধে লিপ্ত।

এক রাতেই ইউক্রেনের ১৪৪ ড্রোন ভূপাতিত করল রাশিয়া

আপনজন ডেস্ক: এক রাতেই ইউক্রেনের পাঠানো ১৪৪টির বেশি ড্রোন ভূপাতিত করেছে রাশিয়ার আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা। এর মধ্যে মস্কোর আকাশে ২০টির বেশি ড্রোন ভূপাতিত করা হয়। মঙ্গলবার রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।

রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, সোমবার রাত থেকে আজ মঙ্গলবার ভোর পর্যন্ত এসব ড্রোন ভূপাতিত করা হয়।

এর আগে ইউক্রেনের আরো একটি গ্রাম দখল করার দাবি করে রাশিয়া। সোমবার রাশিয়া দাবি করেছে যে, তারা ইউক্রেনের মেমরিক শহরটি দখল করে নিয়েছে। এই শহরটি পূর্বাঞ্চলীয় দনেৎস্ক অঞ্চলের পোকরভস্কের কিয়েভ-অধিষ্ঠিত লজিস্টিক হাব থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার (১২ মাইল) দূরে অবস্থিত।

রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ইউনিট অব দ্য সেন্টার গ্রুপের সদস্যরা মেমরিক বসতি মুক্ত করেছে। এর আগে রোববার (৮ সেপ্টেম্বর) রাশিয়ার সামরিক বাহিনী জানিয়েছে যে, তারা ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলীয় একটি শহর দখল করেছে। মস্কোর বাহিনী কৌশলগত শহর পোকরভস্কের দিকে অগ্রসর হচ্ছে বলেও জানা যায়।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

লন্ডনের দুই বিমানবন্দরে শতাধিক ফ্লাইট বাতিল

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাজ্যের লন্ডনে এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল কর্মীদের ঘাটতি ও প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে গ্যাটউইক এবং হিথ্রো বিমানবন্দরে ফ্লাইট বিঘ্নিত হচ্ছে। সোমবার সকাল থেকে বহু যাত্রীকে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। বিমানবন্দরের তথ্য অনুযায়ী, সোমবার গ্যাটউইক থেকে যাত্রার জন্য নির্ধারিত ১১টি গমনকারী বিমান বাতিল করা হয়, যখন আরও ফ্লাইট গ্রাউন্ড করা হয়েছে। বাতিল হওয়া ফ্লাইটগুলোর মধ্যে গ্যাটউইক থেকে নেপলস, মন্টপেলিয়ার, জার্সি ও এডিনবার্গের ফ্লাইটগুলোর সঙ্গে ইজিজেট সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গ্যাটউইকের ওয়েবসাইট অনুসারে, আমস্টারডাম, গ্লাসগো, লাস ভেগাস, ইবিজা ও নিসের ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের ফ্লাইটগুলোও বাতিল করা হয়। এয়ারলাইনগুলো যাত্রীদের কাছে ক্ষমা চেয়েছে।

ইজিজেটের একজন মুখপাত্র বলেছেন, এই নেতিবাচক প্রভাব কমানোর জন্য তারা সম্ভাব্য সব কিছু চেষ্টা করছেন। তিনি বলেন, গতকাল গ্যাটউইকে এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল স্টাফিং ঘাটতির প্রভাবের কারণে সোমবার সকালে গ্যাটউইক বিমানবন্দর থেকে কিছু ফ্লাইট পরিচালনা করতে অক্ষম হয়েছে। এটি আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে, অসুবিধার জন্য আমরা দুঃখিত। মুখপাত্র আরো বলেন, আমরা বাতিল ফ্লাইটে যাত্রীদের রিবুক করার বা রিফান্ড পাওয়ার বিকল্পগুলোর বিষয়ে অবহিত করেছি এবং প্রয়োজনে হোটেলে থাকার ব্যবস্থা ও খাবার সরবরাহ করছি।

রবিবার বিকালে ও সন্ধ্যায় ন্যাটস কর্মীদের ঘাটতির কারণে ৪৯টি উড্ডয়ন ও গ্যাটউইকে ৫১টি অবতরণ ফ্লাইট বাতিল হওয়ার পর সোমবারও এই ধারা অব্যাহত ছিল। ফ্লাইট ট্র্যাকিং ওয়েবসাইট ফ্লাইটরাডারের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা গেছে, এ বিভ্রাটে ১৬ হাজারের বেশি যাত্রী প্রভাবিত হয়েছে।

হিথ্রো বিমানবন্দরের একজন মুখপাত্র বলেছেন, হিথ্রো থেকে সাংহাই এবং এডিনবার্গ থেকে হিথ্রো যাওয়ার একটি ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের ফ্লাইটও বাতিল করা হয়েছে।

এয়ারলাইনটি জানিয়েছে, যুক্তরাজ্য ও ইউরোপের অন্যান্য অংশে সাম্প্রতিক প্রতিকূল আবহাওয়ার প্রভাব এই বিঘ্নের জন্য আংশিকভাবে দায়ী। সোমবার একজন বিএ মুখপাত্র বলেছেন, অন্যান্য এয়ারলাইনগুলোর মতো, প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে এয়ার ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের বিধিনিষেধের ফলে আমাদের সময়সূচীতে কিছু ছোটখাটো পরিবর্তন করতে হয়েছে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.০১মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.৪৯ মি.

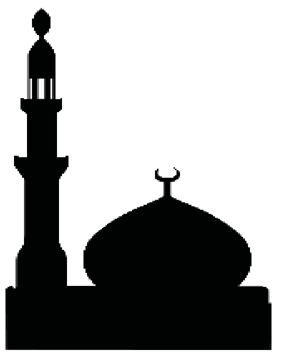

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.০১	৫.২২
যোহর	১১.৩৮	
আসর	৪.০০	
মাগরিব	৫.৪৯	
এশা	৭.০০	
তাহাজ্জুদ	১০.৫৫	

টাইফুন ইয়াগির তাণ্ডবে ভিয়েতনামে ১২৭ মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: সুপার টাইফুন ইয়াগির তাণ্ডব এখনও কাটেনি ভিয়েতনামে। দেশটি এই ঘূর্ণিঘড়ে মৃতের সংখ্যা ১২৭ জনে পৌঁছেছে। স্থানীয় সময় শনিবার আঘাত হানা ওই ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে ব্যাপক বর্ষণ, ভূমিধস ও বন্যার পরিস্থিতি এখনও অব্যাহত রয়েছে। মঙ্গলবার (১০ সেপ্টেম্বর) স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বরাতে বিবিসিসহ আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমগুলো এ তথ্য জানিয়েছে।

গাজায় তাঁবু ক্যাম্পে বর্বর হামলা, নিহত ৪০ ফিলিস্তিনি

আপনজন ডেস্ক: গাজার দক্ষিণাঞ্চলীয় এলাকায় ‘নিরাপদ এলাকা’ বলে ঘোষিত বাস্তুচ্যুতদের একটি তাঁবু ক্যাম্পে আবারো হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল। এতে অন্তত ৪০ জন নিহত হয়েছেন। হামলায় আহত হয়েছেন আরো ৬০ জন। গাজার সিভিল ডিফেন্স জানিয়েছে, মঙ্গলবার ভোরের আগে হওয়া এই হামলায় খান ইউনিসের আল-মাওয়াসি এলাকায় অন্তত ২০টি তাঁবুকে লক্ষ্যবস্তু করা হয়।

আল জাজিরা বলছে, বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনিদের চাপে আল-মাওয়াসি কার্যত উপচে পড়ছে। মূলত ইসরায়েলি সেনাবাহিনী খান ইউনিস এবং নিকটবর্তী রাফাতে স্থল আক্রমণের সময় উপকূলীয় এই অঞ্চলটিকে ‘নিরাপদ অঞ্চল’ হিসাবে ঘোষণা করার পর থেকে আল-মাওয়াসির এই তাঁবু ক্যাম্পেই থাকতে বাধ্য হচ্ছেন ফিলিস্তিনিরা।

স্থানীয় সূত্রের বরাত দিয়ে আল জাজিরা আরবি জানিয়েছে, জীবিতদের সন্ধানকারী উদ্ধারকারীরা বলেছেন- হামলার পর তারা তাঁবুর শিবিরে ৯ মিটার (৩০ ফুট) পর্যন্ত গভীর গর্ত খুঁজে পেয়েছেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা ওই এলাকায় বিশৃঙ্খল দৃশ্য বর্ণনা করেছেন।

গাজার সিভিল ডিফেন্সের একজন মুখপাত্র বলেছেন, ঘটনাস্থলের প্রাথমিক মূল্যায়নে যে ইঙ্গিত পাওয়া গেছে তা হচ্ছে- আক্রমণটি এই উন্মত্ত যুদ্ধের সবচেয়ে জঘন্য গণহত্যাগুলোর একটি।

জার্মানির স্থল সীমান্তে কড়া নিয়ন্ত্রণের ঘোষণা

আপনজন ডেস্ক: অবৈধ অনুপ্রবেশ কমাতে জার্মান সরকার স্থল সীমান্তে কড়া পদক্ষেপের ঘোষণা দিয়েছে। সীমান্ত থেকেই আরো শরণার্থী ফেরত পাঠাতে চায় সে দেশের সরকার। কিন্তু এমন উদ্যোগের বিভিন্ন দিক নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। অবৈধ অনুপ্রবেশ রুখতে জার্মানির জোট সরকার যথেষ্ট উদ্যোগ নিচ্ছে না–এমন অভিযোগ বেশ কিছুকাল ধরে শোনা যাচ্ছে। চ্যান্সেলর ওলাফ শোলজ সেই লক্ষ্যে কড়া পদক্ষেপের ঘোষণা দিলেও নিন্দুকদের মতে, বাস্তবে তেমন কোনো কার্যকর উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না। সরকার অবশ্য পরিসংখ্যান দেখিয়ে দাবি করছে, চলতি বছরের প্রথম আট মাসেই অভিবাসন ২১ শতাংশের বেশি কমে গেছে। কিন্তু জোলিঙেন শহরে অবৈধ আশ্রয়প্রার্থীর ছুরি চালানোর ঘটনা এবং তার ঠিক পর পূর্বাঞ্চলীয় দুই রাজ্যে চরম দক্ষিণপন্থী এএফডি দলের অভাবনীয় সাফল্যের পর শোলজের সরকার একের পর এক কড়া পদক্ষেপ নিচ্ছে। প্রথমে বিভিন্ন অপরাধে অভিযুক্ত একদল অবৈধ শরণার্থীকে আফগানিস্তানে ফেরত পাঠানো হয়েছে।

এবার জার্মানির সব স্থলসীমান্তে আরো কড়া নিয়ন্ত্রণ চালু করার ঘোষণা দিলেন দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ন্যান্সি ফেজার।

জার্মান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সোমবার বলেন, আগামী ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে আপাতত ছয় মাসের জন্য জার্মানির স্থলসীমান্তে বাড়তি পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
১৯ বর্ষ, ২৪৭ সংখ্যা, ২৬ ভাদ্র ১৪৩১, ৭ রবিউল আউয়াল, ১৪৪৬ হিজরি

দুর্নীতির বোঝা

বিশ্বে এমন কোনো দেশ নাই, যেইখানে দুর্নীতির চর্চা নাই। পার্থক্য এই যে কম আর বেশি। পৃথিবীতে বিলিয়ন-ট্রিলিয়ন অর্থের দুর্নীতি চলিতেছে। এই দুর্নীতির বোঝা শেষ পর্যন্ত জনগণের কাঁধেই চাপে। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আমজনতা তাহা উপলব্ধি করিতে পারে না। তাহারা দেশের জিডিপি ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির হারটি অনেক সময় খালি চোখে দেখিয়া থাকে। এই সকল দেখিয়া তাহারা ভাবিতে পারে যে, দেশে কোনো দুর্নীতি নাই। কেননা সিস্টেম লস, অনিয়ম, অদক্ষতা, অবহেলা, অব্যবস্থাপনাসহ নানাভাবে যেই দুর্নীতি হইতেছে, তাহা আবার সরকারই পরিশোধ করিতেছে। ভ্যাট-ট্যাক্স ও জরুরি সেবামূল্য বৃদ্ধি ইত্যাদির মাধ্যমে সরকার সেই টাকাটা জনগণের নিকট হইতে তুলিয়া লইতেছে। এইভাবে জনগণের অজান্তেই দুর্নীতির টাকা বাবদ জনগণেরই পকেট কাটা যাইতেছে। কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের করদাতাদের মধ্যে এই ব্যাপারে কোনো সচেতনতা বা ভাবান্তর নাই। লুঙ্গিপরা, ছিঁড়া কাপড় পরা, ভুখা-নাঙা অর্থাৎ নিত্যন্ত গরিব মানুষও কোনো না কোনোভাবে সেই টাকা পরিশোধ করিতেছে।

দেখা যায়, উন্নয়নশীল দেশে দুর্নীতির জন্য সরকারকে সর্বদা দায়ী করে কিছু বিরোধী রাজনৈতিক দল, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি প্রমুখ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান। কিন্তু তাহারা তো দুর্নীতির কারণে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে না। বরং দুর্নীতি লইয়া স্টাডি করিয়া বা আন্দোলন করিয়া কোনো না কোনোভাবে লাভবান হইতেছে। ইহাতে সবচাইতে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে আমজনতা। প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় বিশ্ব যাহাই বলি না কেন, সর্বত্র এ কথাই প্রযোজ্য। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই ব্যাপারে আমজনতাকে নির্লিপ্ত থাকিতে দেখা যায়। যেমন—কোনো একটি গ্রামে রাস্তা নির্মাণের সময় প্রায়শই খবর প্রকাশিত হয় যে, কাজ না করিয়াই বিল উঠাইয়া নেওয়া হইয়াছে। ইহার পর কাজ শেষ না করিয়া সেই রাস্তা পড়িয়া থাকে বত্সরের পর বত্সর। এইভাবে বিভিন্ন প্রজেক্টে পুকুর চুরির খবর আমাদের অজানা নহে। ‘সরকারি মাল দরিয়ামে ঢাল’ প্রবাদ বাক্যের মতো নানাভাবে সরকারি অর্থ নয়ছয় ও অপব্যয়-অপচয় করা হয়। ইহাতে ঠিকাদার, ইঞ্জিনিয়ার এমনকি জনপ্রতিনিধি হইতে শুরু করিয়া সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ব্যক্তি কি ক্ষতিগ্রস্ত হন? মোটেও নহে। বরং তাহারা যোগসাজশ করিয়া জনগণের ট্যাক্সের অর্থ মারিয়া দেন। বিদেশি ঋণে কোনো প্রকল্প পরিচালিত হইলেও শেষ পর্যন্ত সেই ঋণ পরিশোধের দায় চাপে জনগণের ঘাড়ে। এই যে দুর্নীতির কারণে একটি নির্দিষ্ট এলাকার সাধারণ মানুষ উন্নয়ন হইতে বঞ্চিত হইল, তাহাদের পকেট কাটা হইল, কিন্তু ইহাতেও দেখা যায় তাহারা নির্লিপ্ত! চোখের সম্মুখে অনিয়ম হইতে দেখিয়াও তাহারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোনো বাদ-প্রতিবাদ করে না।

অবশ্য উন্নত দেশের ক্ষেত্রে ইহা ব্যতিক্রম। সেখানকার জনগণের প্রধান পরিচয় হইল তাহারা ‘ট্যাক্সপেয়ার’। তাহাদের সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা সমীহ করিয়া চলেন। জনগণের এই উন্নত গণতান্ত্রিক চিন্তাচেতনা ও সচেতনতার কারণে সেইখানে তুলনামূলকভাবে দুর্নীতি ও অনিয়ম কম। কেননা সেখানে সকল কিছুর জন্য প্রশ্ন তোলা মাত্র কৈফিয়ত দিতে হয়। কিন্তু গরিব ও অনুন্নত দেশের মানুষ উলটা সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে তোয়াজ করিয়া থাকে। তাহারা ডাইরেক্ট-ইনডাইরেক্ট নানা প্রকার ট্যাক্সের মাধ্যমে সরকারকে অর্থ জোগাইয়া থাকে বটে, কিন্তু সেই অর্থের জবাবদিহিতা চাহিবার ব্যাপারে তাহারা বেখেয়াল, উদাসীন। যত দিন এই সকল দেশের ট্যাক্সপেয়াররা সচেতন ও সজাগ না হইবে, তত দিন এই সকল দেশে দুর্নীতি বন্ধ হইবে না। তাহাদের ভাগ্যোন্নয়নও হইবে না কখনো। এই জন্য গণতান্ত্রিক দেশে শেষ বিচারে জনগণকেই দুর্নীতি ও অনিয়মের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হয়। জনপ্রতিনিধিকে দেওয়া মানপত্র অনুযায়ী যেই সকল উন্নয়নের দাবি তোলা হয় এবং ইশতেহার মোতাবেক যেই সকল উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, তাহা কড়ায়গন্ডায় আদায় করিতে জানিতে হয়।

বাঙালি সংখ্যালঘুদের হেনস্থা সন্দেহবশত নয়, পরিকল্পিত ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত

দেশজুড়ে বাংলা ও বাঙালি অবহেলিত। বারবার দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বাংলার মানুষজনকে বাংলাদেশি সন্দেহে হেনস্থা হতে হয়। কারণ ভারত থেকে বিভক্ত হয়ে বাংলাদেশ নামক স্বাধীন রাষ্ট্র হলেও কয়েকটি রাজ্যে বাঙালির বসবাস। শুধু তাই নয়, দেশের ৮ শতাংশের বেশি জনসংখ্যা বাংলা ভাষায় কথা বলেন এবং বাংলা ভারতের দ্বিতীয় ভাষা সংখ্যার বিচারে। তা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গ, অসম, ত্রিপুরা প্রভৃতি রাজ্যের বসবাসকারী বাঙালিদের বারবার হেনস্থা হতে হয় গোবলয়ের বিভিন্ন স্থানে। লিখেছেন **ড. মুহাম্মদ ইসমাইল...**

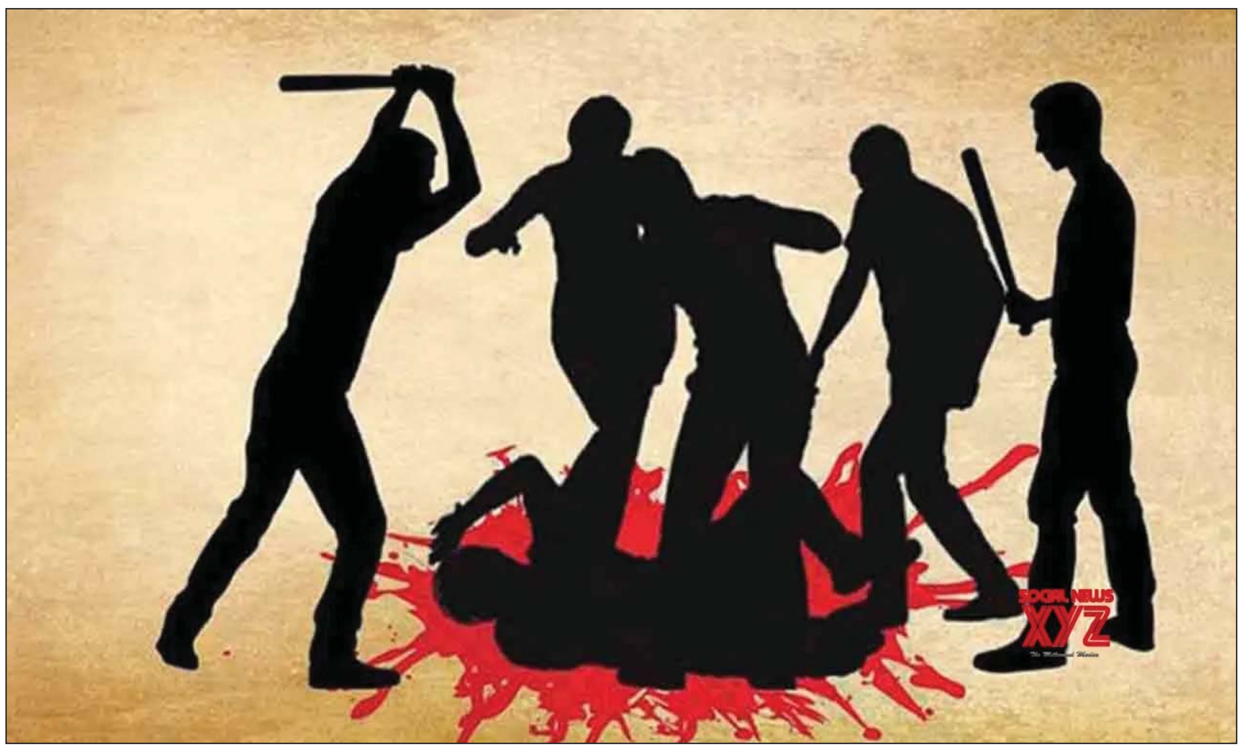

দেশজুড়ে বাংলা ও বাঙালি অবহেলিত। বারবার দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বাংলার মানুষজনকে বাংলাদেশি সন্দেহে হেনস্থা হতে হয়। কারণ ভারত থেকে বিভক্ত হয়ে বাংলাদেশ নামক স্বাধীন রাষ্ট্র হলেও কয়েকটি রাজ্যে বাঙালির বসবাস। শুধু তাই নয়, দেশের ৮ শতাংশের বেশি জনসংখ্যা বাংলা ভাষায় কথা বলেন এবং বাংলা ভারতের দ্বিতীয় ভাষা সংখ্যার বিচারে। তা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গ, অসম, ত্রিপুরা প্রভৃতি রাজ্যের বসবাসকারী বাঙালিদের বারবার হেনস্থা হতে হয় গোবলয়ের বিভিন্ন স্থানে। উভয় বাংলার খাদ্য, পোশাক, পরিচ্ছেদ, ভাষা -সংস্কৃতি থেকে সবকিছু একই। হওয়াটাই স্বাভাবিক, কারণ নজরুলের জন্মভূমি বর্ধমানের চুরুলিয়া হলেও দেশভাগের পর দেহ ত্যাগ করেন বাংলাদেশে, তেমনই ভাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মভূমি ভারতে হলেও বাড়ি আছে বাংলাদেশে। বর্তমান ভারতে বসবাসকারী বহু লেখক, কবি, সাহিত্যিক, স্বাধীনতা সংগ্রামী, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের বাংলাদেশে জন্ম এবং শৈশব বাংলাদেশে অতিবাহিত হলেও তারা পশ্চিমবাংলায় ফিরে আসে স্বাধীনতার পর। তেমনি ভাবে বহু মুসলমান বাঙালি বাংলাদেশে চলে যায়। ভাই বাংলা লেখালেখি, দায়দায়িত্ব, কবিতা, চলচ্চিত্র, নাটক, উৎসব, পূজা পার্বণ থেকে শুরু করে আচার ব্যবহার আলাদা করার উপায় নাই। তার ফলে ভারতবর্ষ জুড়ে নানা প্রান্তে মানুষের শয়তানি ধারণা, বাঙালি মানে বাংলাদেশি। শুধু তাই নয়, মুসলমান বাংলা ভাষাভাষী মানে বাংলাদেশের নাগরিক বলে মনে করে এবং তাদের বিভিন্ন রাজ্যে বারবার আক্রান্ত হতে হয়।

ভারতীয় সভ্যতায় আজও কুসংস্কার এবং অশিক্ষা নানা সংগঠনের মধ্যে আবদ্ধ, তার ফলে নানা অপপ্রচার, হিংসা, সাম্প্রদায়িকতা থেকে শুরু করে নানা প্রথা ধমনীতে প্রবাহিত। তারপরেও ভারতীয় বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে বিশেষ করে উত্তর প্রদেশ, উড়িষ্যা, হরিয়ানা, রাজস্থান প্রভৃতি অঞ্চলে ভারতীয় মুসলমান বাঙালিদের বারবার হেনস্থা হতে হয় তাদের কাছে বৈধ কাগজপত্র থাকা সত্ত্বেও। তাও আবার জনসাধারণের দরবারে, তাদের কোন আইনি অধিকার নেই, কারো থেকে নাগরিক প্রমাণের নথিপত্র দেখার। মজার বিষয় হল বাংলাদেশি সন্দেহে তেমন হেনস্থা হতে হয় না বাংলা ভাষাভাষী হিন্দুদের, শুধু টার্গেট করা হয় বারবার বাঙালি মুসলমানদের দেশের বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন কট্টর হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলো দ্বারা। তবে বিগত কয়েক বছর ধারে, কয়েকটা হিন্দুত্ববাদী সংগঠন মনে করে দেশ তাদের, যারা তাদের অনৈতিক ও অসাংবিধানিক কার্যকলাপকে সমর্থন করে না তারা দেশের অমঙ্গলকামী পাকিস্তানি অথবা বাংলাদেশি। তাই বারবার বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও নেতা -নেত্রীদের নানাভাবে তকমা সেটে দেওয়া হচ্ছে ও কটাক্ষ করছেন বাক্য বাণে। তবে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে নানা অপ্রীতিকর ঘটনা বলি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় সমস্ত ঘটনার পিছনে রয়েছে নানা সংগঠন ও ব্যক্তিবর্গের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা। তা সত্ত্বেও এমন অপরাধ দমন করা যায়নি রাজনৈতিক কারণে। প্রত্যেক রাজনৈতিক দল ধর্ম নিয়ে কমবেশি খেলা করে। তাই ভারতীয় রাজনীতিতে হিন্দু- মুসলমান অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ শব্দ যার উপর ভিত্তিকরে রাজনৈতিক দল থেকে নেতা-নেত্রীদের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয়। শুধু তাই নয়, কয়েকটা রাজনৈতিক দল ও নেতা-নেত্রীদের একমাত্র নির্বাচনে জেতা ও টিকে থাকার অবলম্বন হিন্দু মুসলমান এবং ভারত- পাকিস্তান -বাংলাদেশ। তাই সরকারি তরফে কোন কালেই এমন ঘটনার কঠোরতম শাস্তি দেওয়া হয়নি এবং অনেক ক্ষেত্রে অপরাধী সমাজের একাংশের বাহাবা পেয়ে উৎসাহিত হয়েছে। দিল্লি, উত্তর প্রদেশ, হরিয়ানা, রাজস্থান থেকে শুরু করে উড়িষ্যা, অসম সর্বত্র বাঙালি মুসলমান শ্রমিকেরা নানাভাবে আক্রান্ত হচ্ছে সংগঠিত ব্যক্তিবর্গ ও নানা সংগঠনের দ্বারা।

একটাই অভিযোগ বাংলাদেশি সন্দেহে আক্রান্ত। অথচ তাদের কাছে ভারতের ভোটার, আধার, প্যান কার্ড থেকে সমস্ত নথিপত্র আছে।

বিশেষ করে বাঙালি মুসলমানেরা বাংলাদেশি সন্দেহে আক্রান্ত হচ্ছে বারবার। অথচ পরিসংখ্যান ও ভারতীয় গদি মিডিয়া বারবার বলছে বাংলাদেশ থেকে হিন্দুরা কাতারে কাতারে ভারতে আসছে অত্যাচারিত হয়ে। মিডিয়া প্রচার ও প্রসার সত্যি হলে এতো সংখ্যক বাংলাদেশ থেকে আগত হিন্দুরা কোথায় যাচ্ছে। কোন রাজ্যে বসবাস করছে, কি কাজকর্ম করে তারা জীবন জীবিকা নির্বাহ করছে?এই সব নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই মিডিয়া থেকে সাধারণ মানুষের এবং তাদের হেনস্থা হতে শয়ানা কোনো সংগঠন ও সাধারণ মানুষের কাছে। অথচ আক্রান্ত হতে হয় মুসলমান বাঙালিদের।

গত কয়েক বছরে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বাঙালি শ্রমিকদের ওপর অত্যাচার ও নির্যাতনের ঘটনা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। দিল্লির বস্তি উচ্ছেদ, মহারাষ্ট্রের নানা জায়গায় উচ্ছেদ, হরিয়ানা, রাজস্থান, আসাম ও উড়িষ্যাতে বাঙালি শ্রমিকদের হত্যা ও অত্যাচার সমানেই চলছে। তা জানার পরও প্রশাসন উদাসীন। তবে গত কয়েক বছর ধরেই মিডিয়ার ভূমিকা পক্ষপাত মূলক। মিডিয়ায় বারবার বিতর্ক হয়েছে নানা ঘটনা নিয়ে এবং সমস্ত কিছুর প্রতিবাদ ও প্রতিকার আন্দোলন জোরদার হতে দেখা গেছে ধর্ম ও জাতপাত বিবেচনা করার পর। যার, ফলাফল হিসেবে উৎসাহিত হয়েছে নানা সংগঠন ও সংগঠিত ব্যক্তিবর্গ। শুধু তাই নয়, সাহস পেয়েছে আফরাজুলের মত শ্রমিককে পুড়িয়ে মারার, আখলাকের মত মানুষকে হত্যা করার। বহু ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় কুঠারাঘাত হয়ে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়েছে পরম পড়া ও অপর পক্ষে মানুষের সাংবিধানিক অধিকার খর্ব হয়েছে। দেশ জুড়ে গা জোয়ারি বৃদ্ধি পেয়েছে ও সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা বিঘ্ন হয়েছে। সংখ্যালঘু জনমানসে আতঙ্ক ও ভয়ভীতি সৃষ্টি হয়েছে। তার ফলে বারবার অন্যায় -অত্যাচার দেখার পর বহু শুভবুদ্ধি সম্পূর্ণ মানুষের বিবেক ও চেতনার লোপ পেয়েছে। ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থা পঙ্গু হয়ে এককেন্দ্রিক ও ধর্মীয় সমর্থন ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা তৈরি হয়েছে। সামান্য সংখ্যক মানুষের প্রতিবাদ প্রতিকার দেখা গেলেও তাদের নানাভাবে দমন করা হচ্ছে।

একটি সরকারি পরিসংখ্যান অনুসারে দেখা যায় বাংলাদেশে পাঁচ লক্ষের বেশি ভারতীয় বসবাস করে নানা উদ্দেশ্যে। শুধু তাই নয় ২০১২ সালের হিসাব অনুসারে বাংলাদেশ ভারতের পঞ্চম বৃহত্তর বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনশীল দেশ এবং সেই বছর ভারতীয় অভিবাসীরা বাংলাদেশ থেকে ৩.৭ বিলিয়ন ইউএস ডলার উপার্জন করে ভারতে পাঠিয়েছে। তা থেকে সহজে অনুমান করা যায় বাংলাদেশ গরিব দেশ হলেও ভারতে গরিবি, দুর্ভিক্ষ ও বেকারত্ব দূরীকরণে বাংলাদেশের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে দাবি করা হচ্ছে ২৬, লক্ষের বেশি ভারতীয় বাংলাদেশে বসবাস করছে কর্ম সূত্রে।

পরিসংখ্যান অনুযায়ী ভারতীয় মানুষজন সবচেয়ে বেশি নানা দেশে রয়েছে জীবন-জীবিকার জন্য। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে ৮০ মিলিয়নের বেশি মানুষ বসবাস করে নানা কর্মসূত্রে। তারপর ভারতীয়দের বিদেশি সন্দেহে কোনো দেশের নাগরিকদের ওপর আক্রমণ কতটা সমর্থন যোগ্য? যেভাবে বাঙালি মুসলমানদের বাংলাদেশি সন্দেহে অত্যাচার, মারধর, লুটপাট থেকে উচ্ছেদদের মত ঘটনা অনবরত চলছে। তার ফলে হাজার হাজার শ্রমিক আতঙ্কিত হয়ে রুজি রুটি হারাচ্ছে। শুধু তাই নয়, দেশজুড়ে সংখ্যালঘু ও বাঙালি মুসলমানেরা নিরাপত্তাহীনতার শিকার হচ্ছে। তারা আত্মীয়-স্বজন, পরিবার-পরিজন ছেড়ে পেট চালানোর তাগিদে জীবন মরণ সাথে করে বিভিন্ন জায়গায় ঝুঁকি নিয়ে আংতকে কাজকর্ম করছেন। প্রতিদিন রাস্তাঘাটে, ট্রেনে, বাসে, শিশু থেকে প্রবীণ নাগরিকদের হেনস্থা করা হচ্ছে সংখ্যালঘু হওয়ার কারণে। জনসাধারণ থেকে বিভিন্ন সংগঠন সংখ্যালঘু মুসলমান দেখলে তল্লাশি নিচ্ছেন। কখনো ব্যাগে গোমাংস, কখনো বাড়িতে গোমাংস, কখনো গোহত্যা, কখনো বাংলাদেশি, কখনো ধর্মীয় আচার-আচরণ পালনের অপবাদ দিয়ে পিটিয়ে মারা হচ্ছে। অথচ মুসলমান ও আদিবাসীদের খাদ্য গোমাংস এবং ভারতীয় সংবিধান অনুমোদন দেয়। তা সত্ত্বেও দেশজুড়ে গাজোয়ারি চলছে নানা সংগঠন ও ব্যক্তিবর্গের দ্বারা। তা নিয়ে প্রশাসন সাময়িক ব্যবস্থা নিলেও উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের বিরুদ্ধে নজির বিহীন ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন না ভোট ব্যাংকের দিকে লক্ষ্য রেখে। ফলে দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে দেশের নানা প্রান্তে গণহত্যা ও মুসলমানদের উপর অত্যাচার। অথচ গোমাংস রপ্তানি কারক দেশ হিসেবে ভারতের স্থান চতুর্থ এবং সমস্ত গো মাংস রপ্তানিকারী কোম্পানির বিনিয়োগকারী ও মালিক হিন্দু বামুন। অথচ তারাই গো মাংস ভক্ষণ না করার নির্দেশ দিচ্ছেন ও গরুকে মাতা হিসেবে তুলে ধরছেন। শুধু তাই নয়, পৃথিবী জুড়ে গো মাংস ভক্ষণ কারী হিসেবে হিন্দু সম্প্রদায়ের নাম একবারে ওপরের তালিকায়। ভারত গরুর মাংসের প্রধান উৎপাদনশীল দেশ এবং ভোক্ত হিসেবে দেশটির অবস্থান পঞ্চম স্থানে। ২০২০ সালে বিশ্বে মোট উৎপাদিত গরুর মাংসের ৪.১৯ শতাংশের ভোক্তা ছিল ভারতীয়রা। হিন্দুস্থান টাইমসের রিপোর্ট অনুসারে গো-মাংস হিন্দুদের খাবারের একেবারে শীর্ষ তালিকায় না থাকলেও, পছন্দের তালিকায় আছে। রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, গো-মাংস ভক্ষণের তালিকায় হিন্দুদের নাম চার নম্বরে রয়েছে। ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভের সমীক্ষা জানাচ্ছে, ভারতের মোট আট কোটি মানুষ গরু অথবা মোষের মাংস খায়। এদের মধ্যে এক কোটি ২৫ লাখ হিন্দু রয়েছেন ও বাকিরা অন্য ধর্মাবলম্বী। প্রতি ১৩ জনের মধ্যে একজন গো-মাংস খান। অথচ বারবার আক্রমণের শিকার হয় সংখ্যালঘু, আদিবাসী, খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের মানুষেরা। অথচ দেশের মধ্যে হেনস্থা হতে হচ্ছে বাঙালি মুসলমান শ্রমজীবীদের। তা নিয়ে সরকারের তেমন নড়চড় নেই এবং অপরাধ বৃদ্ধি পাচ্ছে লাগাতার।

লেখক সহকারী অধ্যাপক দেওয়ান আব্দুল গণি কলেজ, দক্ষিণ দিনাজপুর
(মতামত লেখকের ব্যক্তিগত)

স্টেফান উলফ

পূর্বতন সোভিয়েত অঞ্চলে আবার রাশিয়াপ্রীতি কেন বাড়ছে

বিরামহীন বিমান হামলায় রাশিয়া যখন ইউক্রেনের শহরগুলো গুঁড়িয়ে দিচ্ছে এবং দনবাস যুদ্ধ ফ্রন্টে তাদের স্থলবাহিনী অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখেছে, তখন পূর্ব জার্মানির দুটি প্রদেশের নির্বাচনে উগ্র ডানপন্থী ও উগ্র বামপন্থী দুটি দলের সমর্থন বেড়েছে।

সুনির্দিষ্ট উদ্বেগের জায়গাটি হলো, দুটি দলই ইউক্রেনকে সমর্থন দেওয়ার বিরোধিতা করে এবং ইউক্রেনের বিরুদ্ধে রাশিয়ার আগ্রাসনকে সমর্থন দেয়।

রাশিয়াকে প্ররোচনা দেওয়ার জন্য তারা বেশির ভাগ সময় পশ্চিমকে দোষারোপ করেছে এবং এই ভয়কে সব সময় উসকে দিয়েছে যে মস্কোর সঙ্গে পশ্চিমের সরাসরি সামরিক সংঘাত বেধে যেতে পারে। এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি এবং ভোটে সাফল্য শুধু সাবেক পূর্ব জার্মানির ক্ষেত্রেই একমাত্র উদাহরণ নয়। মধ্য ও পূর্ব ইউরোপের যে দেশগুলো একসময় সোভিয়েত ইউনিয়নের নিয়ন্ত্রণে ছিল, সেসব দেশেও একই ধরনের মনোভাব দেখা যায়। সবচেয়ে উল্লেখ করার মতো বিষয় হচ্ছে, এর মধ্যে স্লোভাকিয়া ও হাঙ্গেরি ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ন্যাটোর সদস্য।

আজারবাইজান ও জর্জিয়ার মতো যে দেশগুলো একসময় সোভিয়েত ইউনিয়নের অংশ ছিল, সেসব দেশেও একই প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। অবস্থাদৃষ্টে ভয়, বিরক্তি ও নস্টালজিয়ার মিশেলে একটা কৌতূহলজাগানিয়া অনুভূতি তৈরি হলেও তার মানে এই নয় যে তারা সোভিয়েত শিবিরে একত্র হতে চায়। কিন্তু এর মানে হচ্ছে, অঞ্চলটির অংশবিশেষে একটা মতাদর্শিক সংহতি তৈরি হয়েছে। হাঙ্গেরিতে রুশপন্থী অবস্থান ধরে রাখার মূল ব্যক্তিটি হলেন দেশটির জনতুষ্টিবাদী প্রধানমন্ত্রী ভিকতর ওরবান। ২০১০ সাল থেকে হাঙ্গেরির ক্ষমতায় থাকা ওরবান ১৯৮০ ও ১৯৯০-এর দশকে যে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক আদর্শ ধারণ করতেন, সেখান থেকে তিনি সরে গেছেন। ইউরোপিয়ান কমিশন ও ইউরোপিয়ান পার্লামেন্ট ওরবানকে গণতন্ত্র ও আইনের শাসনকে খাটো করার জন্য নিন্দা জানিয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের অ্যাসাইলাম বা আশ্রয়সংক্রান্ত আইন সুস্পষ্টভাবে লঙ্ঘন করার দায়ে ইউরোপিয়ান কোর্ট অব জাস্টিন ওরবানকে ২২১ মিলিয়ন ডলার জরিমানা করেছে। অবশ্য এর কোনোটিই ওরবানকে পরপর চারবার জাতীয় নির্বাচনে বিজয়ী হতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। কিন্তু ২০২৪ সালে ইউরোপীয় পার্লামেন্ট নির্বাচনে তার জোট ৫০ শতাংশের নিচে ভোট পায়।

দুই দশকের মধ্যে ইউরোপীয় পার্লামেন্টের নির্বাচনে সবচেয়ে কম ভোট পাওয়া সত্ত্বেও ওরবান তাঁর পুতিনপ্রেমী অবস্থানকে আরও জোরালো করেছেন।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ন্যাটোর সদস্য দেশগুলোর রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানদের মধ্যে তিনিই প্রথম পুতিনের সঙ্গে করমর্দন করেন।

রবার্ট ফিকো ২০২৩ সালের অক্টোবর মাসে আবারও স্লোভাকিয়ার প্রেসিডেন্ট হিসেবে পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন। রাশিয়াপন্থী ও ইউক্রেনবিরোধী অবস্থান রয়েছে তাঁর।

ওরবানের বিপরীতে ফিকো বামপন্থী জনতুষ্টিবাদী। ২০২৪ সালের জানুয়ারি মাসে কিয়েভ সফরের পর তিনি তাঁর অবস্থান পাল্টে ফেলেন। এপ্রিল মাসে হয়ে যাওয়া নির্বাচনে বেশির ভাগ ভোটারের মধ্যে রুশপন্থী মনোভাব দেখা গেছে।

ন্যাটো ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাইরে অন্য নেতাদেরও পুতিনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে, আজারবাইজানের দীর্ঘদিনের শাসক ইলহাম আলিয়েভ এপ্রিল মাসে মস্কো সফর করেন এবং আগস্ট মাসে পুতিনকে বাকু সফরের আমন্ত্রণ জানান।

২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরুর পর আজারবাইজান রাশিয়ার জন্য একটা সেতুবন্ধ হিসেবে কাজ করছে। আজারবাইজান রাশিয়ার জন্য যে বাণিজ্য করিডর দিয়েছে, তাতে করে পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞাকে বুড়ো আঙুল দেখাতে পারছে রাশিয়া। এর মধ্যে একটি রুট হলো, ইন্টারন্যাশনাল নর্থ-সাউথ ট্রান্সপোর্ট করিডর। এই রুটটি ইরান-আজারবাইজান ও রাশিয়াকে যুক্ত করেছে।

আগস্ট মাসে পুতিনের বাকু সফরের এক দিন পরই আজারবাইজান ব্রিকস জোটে যুক্ত হওয়ার আবেদন জানায়। জুলাই মাসের শেষে তিনি সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশনের পর্যবেক্ষক সদস্যের মর্যাদা পেয়েছেন। চীনের নেতৃত্বাধীন জোটে পূর্ণ সদস্যপদ যুক্ত হতে শিবিরে এরপরের দৃষ্টান্তটি জর্জিয়া। সোভিয়েত জমানা-পরবর্তী সময়ে গণতান্ত্রিক উত্তরণের বাতিঘর হিসেবে পরিচিতি পাওয়া জর্জিয়া এখন ধাপে ধাপে রাশিয়াপন্থী কর্তৃত্ববাদের দিকে ঝুঁকে যাচ্ছে। ২০০৮ সালে রাশিয়ার সঙ্গে জর্জিয়ার যুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও জর্জিয়ান ড্রিম পার্টির অধীন দুই দেশের বন্ধন উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। এক দশকের বেশি সময় জর্জিয়ার ক্ষমতায় রয়েছে এই দলটি।

পূর্ব জার্মানি, স্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরি, আজারবাইজান ও জর্জিয়ায় কর্তৃত্ববাদের বিকাশ যুদ্ধ শুরুর পর শুরু হয়নি, কিন্তু এটা নিঃসন্দেহ যে ইউক্রেন যুদ্ধ সেটার গতি বাড়িয়েছে।

রাজনৈতিক নেতারা এই যুদ্ধকে পুঁজি করে সতর্কতার সঙ্গে জনগণের অনুভূতিকে নিজেদের মতো করে কাজে লাগাচ্ছেন। এর মধ্যে একটি হলো, রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ বেধে যাওয়ার ভয়। আরেকটি হলো, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের ওপর ক্ষোভ, যেটা কোভিড মহামারির অব্যবস্থাপনা ও ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়ার কারণে তৈরি হয়েছে।

এ ছাড়া অনেকের মধ্যে অতীতের সোভিয়েত ব্যবস্থার প্রতি একমাত্রার স্মৃতিমেদুরতা কাজ করছে। তাঁরা মনে করেন, উদারপন্থী ব্যবস্থায় যে বিশৃঙ্খলা তার চেয়ে সোভিয়েত ব্যবস্থা ছিল শক্তিশালী ও সুশৃঙ্খল। এ চিত্রটাই একমাত্র চিত্র নয়। গত বছর চেক প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ও পোলান্ডের সংসদীয় নির্বাচন এই ইঙ্গিত দেয় যে সাবেক সোভিয়েত শিবিরের দেশগুলোতে গণতন্ত্রের যে উল্টোযাত্রা তার গতিমুখ পাল্টে দেওয়া যেতে পারে। ইউরোপ ও বৈশ্বিক নিরাপত্তাব্যবস্থা যে অমীমাংসিত অবস্থায় রয়েছে—এসব পরিবর্তন তারই লক্ষণ। ইউক্রেন যুদ্ধ কবে এবং কীভাবে শেষ হবে, তার ওপরই নির্ভর করবে ইউরোপ ও বিশ্বের নিরাপত্তাব্যবস্থা কী হবে।

স্টেফান উলফ, বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বিষয়ের অধ্যাপক
এশিয়া টাইমস থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনূদিত

প্রথম নজর

লেখাপড়ার উন্নতিতে ট্যালেন্ট সার্চ পরীক্ষা জরুরি: সভাধিপতি

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বুনিয়াদপুর

আপনজন: উত্তরবঙ্গের বুকে অত্যন্ত উৎকৃষ্টমানের ট্যালেন্ট সার্চ পরীক্ষার আয়োজন সম্ভবত এই প্রথম। দুই পর্বের হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর ১৪০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে রবিবার দক্ষিণ দিনাজপুরের বুনিয়াদপুরে স্কলারশিপ দেওয়ার আয়োজন করেছিল বেস এডুকেশনাল হাব। উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলায় হাজার চারেক ছাত্র-ছাত্রীকে নিয়ে দুই পর্বের এই ট্যালেন্ট সার্চ পরীক্ষা নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে উৎসাহের অন্ত ছিল না। অভিভাবকরাও ছিলেন আশায় আশায়, তাঁদের সন্তান চূড়ান্ত জায়গায় সম্মানিত হয় যেন, তা নিয়ে। ১৮ আগস্টে নেওয়া হয় প্রথম পর্বের পরীক্ষা ১০০-এর অধিক কেন্দ্রে, তারপর হয় দ্বিতীয় পর্বের পরীক্ষা এক সেপ্টেম্বর। সেখান থেকে উঠে আসে চতুর্থ থেকে দশম শ্রেণীর মোট ১৪০ জন ছাত্র-ছাত্রীর নাম। এদেরকে নির্বাচিত করা হয় স্কলারশিপ হিসেবে এককালীন নগদ অর্থ, সার্টিফিকেট এবং বিশেষ উপহার প্রদানের জন্য। মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরের অবসরপ্রাপ্ত বিশেষ সচিব সৈয়দ নাসির উদ্দিন, দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলা সভাধিপতি চিন্তামণি বিহা, মুরলিগঞ্জ হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ডঃ সামসুল আলম, বিশিষ্ট সমাজসেবী ডাক্তার কাশেম আলী সহ গুণীজনেরা এবং আশপাশের বহু বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষকেরা। এছাড়াও ছিলেন কলকাতা থেকে আগত একদল গুণী শিক্ষক গৌরাঙ্গ সরখেল, জ্যোতির্ময় চক্রবর্তী, মিতালী মুখার্জী, মুখলেসুর রহমান, পান্থ মল্লিক, নায়ীমুল হক প্রমুখ। এদিনের এই অনুষ্ঠানে মোট ১০ জন গুণী শিক্ষককে সংবর্ধনাও জানানো হয়। এদিন শিক্ষক সম্মাননা গ্রহণ করেন গার্লস সেকশনের প্রধান শিক্ষক আইয়ুব আনসার এবং বর্ষিয়ান গণিতের শিক্ষক জয়নাল আবেদিন।
এদিন গণ্যমান্য অতিথিবর্গের মাঝে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ দিনাজপুরের সভাধিপতি চিন্তামণি বিহা। তিনি বলেন, আমাদের দেশে মেধার কোনো অভাব নেই। বিশেষ করে প্রত্যন্ত অঞ্চলের সুসংহত বিকাশের দিকে আমাদের নজর দিতে হবে। এই কাজে ট্যালেন্ট সার্চের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। বেস এডুকেশনাল হাব পরিচালিত ট্যালেন্ট সার্চের এই ব্যবস্থাপনাকে তিনি সাধুবাদ জানান। অনুষ্ঠানের সঞ্চালনা করেন বেস এডুকেশনাল হাব-এর সম্পাদক খাদেমুল ইসলাম। তিনি বলেন শিক্ষকদের সঙ্গে শিক্ষার্থীর নিবিড় সম্পর্ক বুনতে আজকের এই অনুষ্ঠান।

শিক্ষা-স্বাস্থ্য সচেতনতা সভা ভগবানগোলায়

জাকির সেখ ● ভগবানগোলা

আপনজন: অল বেঙ্গল ইমাম মুয়াজ্জিন অ্যাসোসিয়েশন অ্যান্ড চ্যারিটেবল ট্রাস্ট ভগবানগোলা-২ ব্লক কমিটির উদ্যোগে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সচেতনতা সভা অনুষ্ঠিত হলো মঙ্গলবার। সভায় বাল্যবিবাহে প্রতিরোধে প্রতিবন্ধকতা কী এবং কীভাবে তা সমাধান করা যায় সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এছাড়া বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়। রাজ্য ইমাম মুয়াজ্জিন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মাওলানা নিজামুদ্দিন বিশ্বাস বক্তব্য রাখতে গিয়ে বৃক্ষরোপনের ফজিলত বর্ণনা করে ইমাম সাহেবদের বৃক্ষরোপনে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান আসার আহ্বান জানান। এছাড়াও এদিনের সভায় স্কুল ছুটদের স্কুলে ফেরানো, মাদকদ্রব্য বর্জন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও ইমাম মুয়াজ্জিনদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়। উপস্থিত ছিলেন লালবাগের এসডিও বনমালী রায়, বিডিও অনির্বাণ সাহা, রানিতলা থানার ওসি খুরশিদ আলম, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মীরা খাতুন, প্রাক্তন বিধায়ক চাঁদ মোহাম্মদ, ডাঃ আসিফ ইকবাল, আব্দুর রউফ, মুফতি মিজানুর রহমান, মাওলানা সাজারুল ইসলাম, মাওলানা রবিউল আলম, মাওলানা আব্দুর রহমান, মাওলানা সাইদুর রহমান প্রমুখ।

চুরির মোবাইল উদ্ধার করে ফেরাল পুলিশ

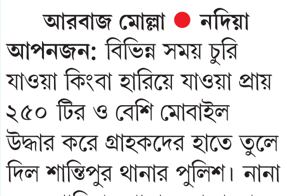

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: বিভিন্ন সময় চুরি যাওয়া কিংবা হারিয়ে যাওয়া প্রায় ২৫০ টির ও বেশি মোবাইল উদ্ধার করে গ্রাহকদের হাতে তুলে দিল শান্তিপুর থানার পুলিশ। নানা সময় শান্তিপুর থানা এলাকা থেকে হারিয়ে যাওয়া এবং চুরি হওয়া মোবাইল ফোন উদ্ধার করে প্রয়োজনীয় প্রমাণসহ মোবাইল গ্রাহকদের হাতে ফিরিয়ে দিল শান্তিপুর থানা। উপস্থিত ছিলেন রানাঘাট পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার লাল্টু হালদার, এসডিপিও শৈলজা দাস, সিআই শান্তিপুর গোবিন্দ বিশ্বাস, শান্তিপুর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সুব্রত মালাকার প্রমুখ।

ছাগল নিয়ে প্রতিপালকদের প্রশিক্ষণ শিবির

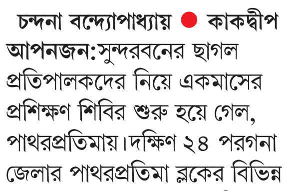

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● কাকদ্বীপ

আপনজন: সুন্দরবনের ছাগল প্রতিপালকদের নিয়ে একমাসের প্রশিক্ষণ শিবির শুরু হয়ে গেল, পাথরপ্রতিমায়।দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার পাথরপ্রতিমা ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের রামকৃষ্ণ মিশনের ব্যবস্থাপনায় ডাবলু এইচ এইচ এ-র আর্থিক সহায়তায় কুড়ি জনের গ্রুপ তৈরি করে এক মাসের ট্রেনিং এর ব্যবস্থা শুরু হলো মঙ্গলবার। ট্রেনিংয়ে মূলত পশু পালন সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। এদিন শিক্ষামূলক ভ্রমণের আয়োজন করা হয়। ৪০ জনের একটি দল নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজ এবং প্রজেক্ট অফিসারের সঙ্গে এই বিষয় কথা বলেন।

চিকিৎসকের অভাবে আরও একজনের মৃত্যুর অভিযোগ

তানজিমা পারভিন ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: আরজিকর কাণ্ড নিয়ে জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলন অব্যাহত। এক মাস ধরে এই আন্দোলনের কারণে স্বাভাবিক চিকিৎসা পরিষেবা ব্যাহত হয়েছে বলে রাজ্য সরকারও দাবি করেছে সুপ্রিম কোর্টে। সেখানে বলা হয়েছে ২৩ জনের মৃত্যু হয়েছে চিকিৎসকের অভাবে। তারপরেই সোমবার দুপুরে সুপ্রিম কোর্ট অবিলম্বে চিকিৎসকদের চিকিৎসা পরিষেবা স্বাভাবিক করার নির্দেশ দিয়েছেন।মঙ্গলবারের মধ্যে কাজে ফিরতে জুনিয়ার ডাক্তারদের নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। তবে সুপ্রিম কোর্টের দেওয়া সময় সীমার আগেই আরও একজনের মৃত্যুর অভিযোগ উঠল মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। ম্যালেরিয়াতে আক্রান্ত হয়ে এক কিশোর মারা গেল সিসিইউ ইউনিটে। পরিবারের দাবি- ”চিকিৎসকরা পর্যাপ্ত ছিলেন না ধর্মঘটের কারণে। যে কারণে এই সমস্যা হয়েছে। তরতাজা এক কিশোরকে প্রাণ হারাতে হলো সঠিক চিকিৎসার অভাবে।” জানা গিয়েছে, পশ্চিম মেদিনীপুরের খাকুড়দা এলাকার বাসিন্দা কিশোর, সূর্যকান্ত শানকি(১৬) জ্বরে আক্রান্ত হয়ে গত ৭ সেপ্টেম্বর ভর্তি হয়েছিল মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। চিকিৎসকরা জানিয়েছিলেন ম্যালেরিয়া হয়েছে। ভর্তির পর থেকেই তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকে। রবিবার কিডনি ফেলিওর হয়। যে কারণে তার ডায়ালিসিস পর্যন্ত করতে হয়েছে। তারপরও আরও শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়। সোমবার দুপুরে তার মৃত্যু হয় মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সি সি ইউ ইউনিটে। আত্মীয়দের পক্ষ থেকে মেদিনীপুর হাসপাতালে উপস্থিত দেবব্রত কান্ডারী বলেন-” ম্যালেরিয়াতে আক্রান্ত হয়ে ভর্তি হয়েছিল। ছেলে সুস্থই ছিল। গতকাল থেকে শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়। শেষ পর্যন্ত মৃত্যু হল। ধর্মঘটের কারণে চিকিৎসক সঠিক ছিল না বা চিকিৎসা ভালো হয়নি তাই এই অবস্থা হলো। চার দিনের মধ্যে একটা বাচ্চা ছেলের মৃত্যু হল এভাবে।” ঘটনার পর ক্ষোভ উগরে পরিবারের লোকেরা দেহ নিয়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেয় সোমবার রাতেই। সোমবার দুপুরে সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আইনজীবী জানিয়েছিলেন ২৩ জনের মৃত্যু হয়েছে চিকিৎসকদের অনুপস্থিতির কারণে। এবার মেদিনীপুর মেডিকেলে মৃতের পরিবারের অভিযোগ অনুসারে ধরা হলে তাহলে সেই তালিকা হয়ে গেল ২৪ জন। যদিও মুখে সংবাদ মাধ্যমের সামনে এই অভিযোগ করলেও লিখিতভাবে তখনই রাতে অভিযোগ কোনো করা হয়নি।

মাদক কারবারের প্রতিবাদ করায় দুই তৃণমূল নেতাকে বেধড়ক মারধর

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● ক্যানিং

আপনজন: মাদক কারবারের প্রতিবাদ করায় ২ তৃণমূল নেতাকে বেধড়ক মারধর করার অভিযোগ উঠল একদল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। সোমবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে ঘুটিয়ারী শরিফের মাকালতলা এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছে অভিযোগে ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে। একজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, দিন কয়েক আগে ওই এলাকায় মাদক কারবারের রমরমা নিয়ে খবর সংগ্রহ করতে যায় সংবাদ মাধ্যম। অভিযোগ সেই সময় তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি সালাউদ্দিন শেখ ওরফে চিকনা ও নারায়ণপুর পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত সদস্য মোক্তার সর্দার ওরফে লাল্টু সংবাদ মাধ্যমের সামনে মাদক কারবারের রমরমার বিষয়ে সরব হয়েছিলেন। এমন ঘটনার পর থেকে ওই দুই তৃণমূল নেতার উপর আক্রোশ তৈরি হয় মাদক কারবারের সঙ্গে যুক্ত দুষ্কৃতীদের।এমনকি ক্ষোভে ফুঁসছিল। এদিন রাতে ওই দুই তৃণমূল নেতা ঘুটিয়ারী শরিফ স্টেশন সংলগ্ন মাকালতলা এলাকায় একটি দোকানে বসেছিলেন। অভিযোগ সেই সময় ৩০-৪০ জনের একটি দুষ্কৃতী দল তাদের ওপর বাঁশ, লাঠি,উইকেট নিয়ে চড়াও হয়ে বেধড়ক মারধর শুরু করে দুই তৃণমূল নেতাকে।এমন ঘটনার খবর পেয়েই দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় ঘুটিয়ারি শরিফ ফাঁড়ির পুলিশ। কিন্তু সংখ্যায় ওরা অনেক বেশি থাকায় পুলিশ কোন রকমে ওই দুই তৃণমূল নেতাকে উদ্ধার করে ঘুটিয়ারী শরিফ ব্লক হাসপাতালে নিয়ে যায় চিকিৎসার জন্য।সেখানে ওই দুই নেতার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে রাতেই তাদের কে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।পরে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে যেতেই অভিযুক্তরা পালিয়ে যায়।
উল্লেখ্য এমনিতেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মাদক সরবরাহ করা হয় ঘুটিয়ারী শরিফে।এমনকি মাদক কারবারের স্বর্গরাজ্য এই ঘুটিয়ারী শরিফ। যেখান থেকে বিভিন্ন এলাকায় সেই মাদক সরবরাহ করা হত।
স্থানীয় মানুষের অভিযোগ পিন্টু লস্কর ও তার ছেলে সহ ওই এলাকার বহু মানুষ হেরোইনের কারবারের সঙ্গে জড়িত। এর আগে পুলিশ তদন্ত নেমে পিন্টু লস্করের ছেলেকে গ্রেফতার করে তার কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণ হেরোইন উদ্ধার করে।এর আগেও পুলিশ পিন্টু লস্করের বাড়িতে হানা দিয়েছিল। কিন্তু পুলিশ যাওয়ার আগেই পিন্টু সেখান থেকে পালিয়ে যায়। হেরোইনের রমরমা কারবার দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে ঘুটিয়ারী শরিফে। স্থানীয় মানুষের অভিযোগ দু-একজন চুনোপুঁটি ধরা পড়লেও আসল মাথারা অধরা।
এ বিষয়ে নারায়ণপুর পঞ্চায়েতের তৃণমূলের প্রধান সালাউদ্দিন সর্দার জানিয়েছেন, ‘আমরা প্রথম থেকেই ঘুটিয়ারী শরিফ এলাকায় হেরোইনের রমরমা কারবারের বিরুদ্ধে সরব হয়েছি। কিন্তু তারপরেও হেরোইনের রমরমা ব্যবসা বন্ধ করা যায়নি।

বেলডাঙ্গায় ওয়াকফ বিল বিরোধী আলোচনা

সজিবুল ইসলাম ও হাসান বশির ● বেলডাঙ্গা

আপনজন: বেলডাঙ্গা জালিলিয়া দারুল হুদা মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে কেন্দ্রের ওয়াকফ বিলের বিরুদ্ধে এক আলোচনা সভা হয় এবং অনলাইনে প্রতিবাদ পাঠানোর , আর্জি মুসলিম সংগঠনগুলিকে করা হয় ।
এদিন ওয়াকফ বিলের বিরুদ্ধে জয়েন্ট পার্লামেন্টারি কমিটি ওয়াকফ সংশোধনী বিল ২০২৪-এর উপর মতামত দেওয়ার আহ্বান জানালেন আলেমরা। তারা বলেন, একজন সম্মানিত নাগরিক হিসেবে আমাদের মতামত জেপিসিকে জানানোর দায়িত্ব আমাদেরই। তাই এই বিষয়ে, অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের প্ল্যাটফর্ম একটি শক্তিশালী সংগঠিত এবং সর্বসম্মতভাবে মতামত দেওয়ার সূচনাও শেষ তারিখ ১৩ সেপ্টেম্বর। তাই অনুরাধ জানানো হয়, আপনার ধর্মীয়, শরীয়ত এবং ব্যক্তিগত দায়িত্ব বিবেচনা করে আপনার মতামত পাঠাতে নির্ধার্তি লিঙ্কে ক্লিক করতে পারেন বা কিউআর কোড স্ক্যান করতে পারেন। যদি লিঙ্কটি কাজ না করে, তাহলে লিঙ্কটি কপি করে গুগল ক্রোমে পেস্ট করুন।
বেলডাঙ্গা ১ ব্লকে ওয়াকাফ আমেন্টমেল্ট বিল ও ওয়াকাফ সম্পত্তি সংরক্ষণ নিয়ে এই বিশেষ আলোচনা সভাটি অনুষ্ঠিত হয় ইমাম মুয়াজ্জিন সংগঠনের উদ্যোগে। উপস্থিত ছিলেন ইমাম মুয়াজ্জিন সংগঠনের যুগ্ম সম্পাদক মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক সহ একাধিক নেতৃত্ব গণ।

আবারও লোকালয়ে বাঘের আতঙ্ক

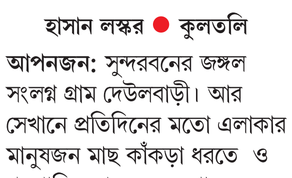

হাসান লস্কর ● কুলতলি

আপনজন: সুন্দরবনের জঙ্গল সংলগ্ন গ্রাম দেউলবাড়ী। আর সেখানে প্রতিদিনের মতো এলাকার মানুষজন মাছ কাঁকড়া ধরতে ও গৃহপালিত পশুর জন্য গাছের লতাপাতা আনতে যেতে হয় এই জঙ্গলে। মঙ্গলবার দুপুর নাগাদ বেশ কয়েকজন স্থানীয় মানুষ জন জঙ্গলে যায়। জঙ্গল থেকে বেশকিছু লতা পাতা নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে সামনে বাঘ মামার দর্শন ও নরম মাটিতে একাধিক পায়ের ছাপ ও তারা দেখতে পেয়ে চিৎকার ও চেঁচামেচি শুরু করে তারা। আর জঙ্গল সংলগ্ন গ্রাম হওয়ায় এলাকার মানুষজন তাদের এই চিৎকারে তড়িঘড়ি সেখানে আসে এবং তারা বাঘের পায়ের ছাপও দেখতে পায়। স্থানীয় গ্রামবাসী সুজিত সাঁপুই কুলতলী বনদপ্তরকে তাদের বাড়ির অনতিদূরে বাঘ আসার খবর ও দেন।

মুম্বাই থেকে পরিযায়ী শ্রমিকের দেহ ফিরল, শোকস্তব্ধ পরিবার

নাজমুস সাহাদাত ● কালিয়াচক

আপনজন: মালদহের কালিয়াচকের জালালপুর অঞ্চলের সব্দানগর গ্রামের বাসিন্দা এজাজুল মোমিন (২৮)। মুম্বাইয়ের পানভেল শহরের খারগাড়ে কাজ করতে গিয়ে ১০ তলা নির্মীয়মান ছাদ থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হয় তার। মৃত শ্রমিক এজাজুল মোমিন এর পরিবার সূত্রে জানা যায়, মুম্বাইয়ের খারগড়ে দীর্ঘদিন ধরে নির্মীয়মাণ বহুতলের উপরে বাঁশ বাঁধার কাজ করতেন তিনি। সোমবার বিকেল চারটা নাগাদ ওই দুর্ঘটনায় প্রাণ হারায় তরতাজা যুবক এজাজুল মোমিন। ঘটনার কিছুক্ষণ পরেই সেখানে আরও কর্মরত সহকর্মীরা মৃত এজাজুল এর বাড়িতে ফোনে যোগাযোগ করে পরিবারের সদস্যদের দুর্ঘটনার কথা জানান। মৃত পরিযায়ী শ্রমিক এজাজুল মোমিনের বাড়ি কালিয়াচক থানার জালালপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ফতেখানি সংলগ্ন সব্দানগর গ্রামে। মৃত পরিযায়ী শ্রমিক এজাজুল মোমিনের পরিবারে রয়েছে স্ত্রী সুমা খাতুন (২৬) এছাড়াও আছে দুই ছেলে মেয়ে। বড়ো মেয়েটি চার বছরের, ছোট ছেলে বয়স মাত্র ২২ মাসের শিশু। মৃত এজাজুল মোমিন এর স্ত্রী সুমা খাতুন জানান, আমার স্বামীর দুই মাস হয়েছিল মুম্বাইয়ে কাজ করতে যাওয়া। সোমবার দুপুরেই ঠিকভাবে কথা হয়েছিল আমার ও ছেলে মেয়েদের সাথে। তারপরেই হটাৎ বিকেলে ফোন আসে তারপর জানায় বিল্ডিং থেকে পড়ে গেছে হাসপাতালে নিয়ে গেছে এবং কিছুক্ষণ পরেই আবার জানায় মারা গিয়েছে।
এখন আমি দুই ছেলে মেয়েকে নিয়ে কি করে সংসার ও বাচ্চাদের মানুষ করব এখন আমি নিঃস্ব। পরিবারের একমাত্র রোজগারের মৃত্যু হওয়ায় দিশেহারা আমি সহ আমার দুই সন্তান। এদিন রাতে দেহ এসে পৌঁছয় গ্রামে। লোকের ছায়া নেমে আসে গোটা এলাকাজুড়ে।

জামাইকে দেখতে গিয়ে দুর্ঘটনায় শাশুড়ির মৃত্যু

সাবের আলি ● বড়ঞা

আপনজন: বহরমপুর মেডিকেল কলেজে জামাই দেখে বাড়ি ফেরার পথে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা। মৃত ১।মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি থানার মলন্দী কলনী, এলাকায়। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে বহরমপুর কান্দি রাজ্য সড়কে। সোমবার বিকেল তিনটের সময়। মোটর বাইক আরোহী দুজনে কান্দির দিকে যাচ্ছিলো। মর্মান্তিক ওই দুর্ঘটনা। মহলন্দী কলোনি বাসস্টপে সংলগ্ন এলাকায়। পরিবার সূত্রে জানা গেছে মৃতার নাম আমেনা বিবি, বয়স ৪৫ বাড়ি কান্দি থানা যশোহরী গ্রামে বলে জানা গেছে। ওই দিন বহরমপুর মেডিকেল কলেজে থেকে আমেনার বিবির তার বড়ো জামাই দশ দিন ধরে চিকিৎসাধীন। জামাইকে দেখতে গিয়েছিলো বহরমপুরে মেডিকেল কলেজে হাসপাতালে। সেখান থেকে মোজো জামাই শফিরুল সেখর, সঙ্গে মোটর বাইক চেপে। বাড়ি ফেরার পথে। কান্দি থানার, মলন্দী কলোনী বাসস্ট্যান্ডের কাছে রাস্তার অসাবধানবশত বাইক থেকে পড়ে গেলে মাথায় আঘাত লাগে। স্থানীয়রা ও পুলিশ উদ্ধার করে বহরমপুর মেডিকেল কলেজে পাঠায় সেখানে গৃহবধূকে মৃত্যু বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা।

অভয়া ক্লিনিক জুনিয়র ডাক্তারদের

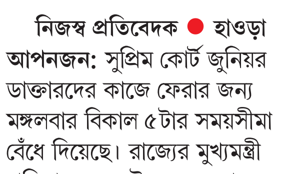

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: সুপ্রিম কোর্ট জুনিয়র ডাক্তারদের কাজে ফেরার জন্য মঙ্গলবার বিকাল ৫টার সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রতিবাদ ছেড়ে উৎসবে ফেরার বার্তা দিয়েছেন সাধারণ মানুষকে। তারপরেও আর জি কর কান্ডে প্রতিবাদে অনড় রয়েছেন রাজ্যের জুনিয়র ডাক্তাররা। জারি রেখেছেন কর্মবিরতি। তবে কর্মবিরতি জারি রেখেই থেমে থাকেননি জুনিয়র ডাক্তাররা। সাধারণ মানুষের কথা ভেবে তারা কর্মবিরতির মধ্যেও গ্রামে গ্রামে গিয়ে অভয়া ক্লিনিক খুলে বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা করছেন সাধারণ মানুষকে। মঙ্গলবার এমনই অভয়া ক্লিনিকের ছবি নজরে এল মালদার মানিকচক ব্লকের মথুরাপুর ম্যানেজড প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। সকাল থেকে বিদ্যালয়কে কার্যত হাসপাতাল বানান জুনিয়র ডাক্তাররা।

ঝাপবেড়িয়ার স্কুলে ফ্রিতে চক্ষু শিবির

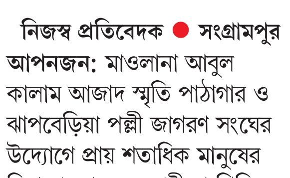

নিজস্ব প্রতিবেদক ● সংগ্রামপুর

আপনজন: মাওলানা আবুল কালাম আজাদ স্মৃতি পাঠাগার ও ঝাপবেড়িয়া পল্লী জাগরণ সংঘের উদ্যোগে প্রায় শতাধিক মানুষের বিনা পয়সায় চক্ষু পরীক্ষা শিবির ও ছানি অপারেশনের আয়োজন করা হয় ঝাপবেড়িয়া নন্দকানন স্কুলে। ৬০ বছরের উর্ধ্বে বিনা পয়সায় ফ্রিতে চশমা ও দেওয়া হয়। সকাল ৯’টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত এই পরীক্ষা শিবির চলে। সুন্দরবন সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট সেন্টার থেকে ডাক্তার ও নার্সরা এলাকার মানুষদের এই পরিষেবা অন্যান্য বছরের ন্যায় এ বছরও তারা আনন্দের দিয়ে থাকেন। বিদ্যালয় এর ছাত্র শিক্ষক নির্বিশেষে সকলের এই পরিষেবা দেওয়া হয়। যদিও ফ্রিতে দুস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ানোর ব্যবস্থা করে থাকেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক আব্দুল আলিম মোল্লা।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ঝাড়গ্রামে পথ দুর্ঘটনায় নিহত বসিরহাটের শ্রমিক

এহসানুল হক ● বসিরহাট

আপনজন: ফের দুর্ঘটনার কবলে মুরগি ব্যবসায়ীর গাড়ি। ঝাড়গ্রামের ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় মৃত এক, আহত ৬ শ্রমিক। বসিরহাটের মাটিয়া থানার ধান্যকুড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের নেহালপুর সরদারপাড়া থেকে সাতজনের একটি মুরগী ব্যবসায়ী ও শ্রমিকের দল গতকাল সোমবার রওনা দেয়। তারা পিকআপ ভ্যানে মুরগি নিয়ে উড়িষ্যার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিল। কিন্তু উড়িষ্যায় পৌঁছানোর আগেই ঝাড়গ্রামে জাতীয় সড়কে ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে পড়ে পোল্ট্রি ফার্ম কোম্পানির পিকআপ ভ্যান। আর সেই ঘটনাতেই মৃত্যু হয় বছর ৩৫ এর জব্বর মন্ডলের। দুর্ঘটনায় আহত হন আরো ৬। ঝাড়গ্রাম থেকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর আহত ৬ জনকে অ্যাম্বুলেন্সে করে নেহালপুর গ্রামে নিয়ে আসা হয়। তাদের শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে ধান্যকুড়িয়া গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে।

ভূতনিতে বন্যা দুর্গতদের ত্রাণ নার্সিংহোমের

বিশেষ প্রতিবেদক ● কালিয়াচক

আপনজন: মানিকচক ব্লকের ভূতনিতে বন্যা কবলিত মানুষদের জন্য ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে পাশে দাঁড়ালো কালিয়াচকের ডা: চিশ্তী নার্সিংহোম। সোমবার বেশ কয়েকটি বন্যা কবলিত গ্রাম এবং ত্রাণ শিবিরে গিয়ে দুর্গতদের হাতে ত্রাণ সামগ্রী তুলে দেন। ত্রাণের মধ্যে ছিল দেড় কিলো চাল, দেড় কিলো আলু, ৫০০ গ্রাম ডাল, বিস্কুটের প্যাকেট সহ এক গুচ্ছ সামগ্রী। ৫০০ প্যাকেট তৈরি করে যানবাহনে নিয়ে গিয়ে নৌকা করে শংকরটোলায় বন্যা দুর্গত মানুষদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এছাড়াও ব্লক প্রশাসনের সহযোগিতায় রাহাতপুরে দুর্গতদের হাতে দেওয়া হয়।

সাপের কামড়ে করণদীঘির যুবকের মৃত্যু

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● রায়গঞ্জ

আপনজন: উত্তর দিনাজপুর জেলার করনদীঘি থানার সরগাও আদিবাসী পাড়ায় সাপের কামড়ে এক যুবকের করুণ মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার ভোরে করণদীঘি গ্রামীণ হাসপাতালে তালাই মুর্মু নামের ওই যুবককে আনা হলে, চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। তবে, এই মৃত্যুর পিছনে রয়েছে সময়মত সঠিক চিকিৎসা না পাওয়ার একটি চরম উদাহরণ। সূত্রের মতে, তালাই মুর্মুকে সাপ কামড়ানোর পর তার পরিবার প্রথমেই তাকে হাসপাতালে না নিয়ে স্থানীয় ওঝার কাছে নিয়ে যায়। অনেকক্ষণ পার হয়ে গেলে তালাইয়ের শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়। এর পর তাকে করনদীঘি গ্রামীণ হাসপাতালে আনা হয়, কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ হয়ে যায়। বিশেষজ্ঞদের মতে, সাপের কামড়ের পর সবচেয়ে জরুরি হলো তৎক্ষণাৎ সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা নেওয়া। অনেকক্ষেত্রে সঠিক সময়ে চিকিৎসা পেলে সাপের কামড়ের শিকার হওয়া রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেন।

এমবাপ্পের ‘বিশ্রামের’ ম্যাচে ফ্রান্সের জয়, নরওয়ে জিতেছে হলান্ডের গোলে

আপনজন ডেস্ক: ফ্রান্সের শুরুর একাদশে ছিলেন না কিলিয়ান এমবাপ্পে। ম্যাচের দুই-তৃতীয়াংশ সময় তাঁকে ছাড়া খেলা ফ্রান্সের তাতে কোনো সমস্যা হয়নি। রিয়াল মাদ্রিদ তারকা মাঠে নামার আগেই ২ গোল করা ফরাসিরা কাল বেলজিয়ামকে হারিয়েছে উয়েফা নেশনস লিগের ম্যাচে। ইতালির কাছে ৩-১ গোলে হেরে টুর্নামেন্ট

উয়েফা নেশনস লিগ

শুরু করা ফ্রান্স জিতেছে ২-০ গোলেই। এ নিয়ে টানা চার ম্যাচে বেলজিয়ামকে হারাল ফরাসিরা। ইসরায়েলকে ২-১ গোলে হারিয়ে টানা দ্বিতীয় জয় পেয়েছে ইতালি। কাল জিতেছে আর্লিং হলান্ডের নরওয়েও। ৮০ মিনিটে ম্যানচেস্টার সিটি তারকার করা গোলেই অস্ট্রিয়াকে ২-১ গোলে হারিয়েছে নরওয়ে। কাল শিরোনাম হয়েছেন হলান্ডের সালজবুর্গ সতীর্থ বেনইয়ামিন সেসকোও। স্লোভেনিয়ান তারকা হ্যাটট্রিক করেছেন কাজাখস্তানের বিপক্ষে, স্লোভানরা জিতেছে ৩-০ গোলে।

লিওঁয়ে এমবাপ্পেকে বিশ্রাম দিয়েই একাদশ সাজান দিদিয়ের দেশম। এমবাপ্পের সাবেক ক্লাব পিএসজির দুই খেলোয়াড় রান্দাল কোলো মুয়ানি ও উসমান দেম্বেলের দুই অর্ধের দুই গোল জিতিয়েছে ফ্রান্সকে। ৬৭ মিনিটে কোলো মুয়ানির বদলি হিসেবে মাঠে নামেন এমবাপ্পে। টানা দুই ম্যাচ হারার পর জয়ের স্বাদ পেল ফরাসিরা। নেশনস লিগে ইতালির কাছে হারের আগে ইউরোর ফাইনালে স্পেনের কাছে হেরেছিল দলটি। ১৯৮১ সালে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের বেলজিয়ামের কাছে সর্বশেষ হারা ফ্রান্সের শুরুটা ভালো ছিল না কাল। বেলজিয়ামই তেড়েফুঁড়ে শুরু করেছিল। দলটির ফরোয়ার্ড লইস ওপেনদাই ব্যতিব্যস্ত রেখেছিলেন ফরাসি রক্ষণভাগকে। ম্যাচের প্রথম ২৫ মিনিট বেলজিয়ান আক্রমণ সামাল দেওয়া ফ্রান্স এগিয়ে যায় ৩০ মিনিটে কোলো মুয়ানির গোলে। ৫৭ মিনিটে পেনাল্টি বক্সের ভেতরে থেকে বাঁ পায়ের দারুণ এক শটে গোল করেন দেম্বেলে।

বুদাপেস্টের নিরপেক্ষ ভেন্যুতে ইসরায়েলের বিপক্ষে ইতালির হয়ে গোল করেছেন দাভিদে ফ্রাত্তেসি ও মইজে কিন। টানা দ্বিতীয় জয়ে এ২ গ্রুপে শীর্ষেই রইল ইতালি। ৩ পয়েন্ট করে নিয়ে এরপরই আছে ফ্রান্স ও বেলজিয়াম।

৮০ মিনিটে গোল করেও গোল উদ্‌যাপনে আড়াই মিনিট অপেক্ষা করতে হয়েছে হলান্ডকে। ভিএআরের রিভিউ যে শেষই হচ্ছিল না! নরওয়ের জার্সিতে ৩৫তম ম্যাচে হলান্ডের এটি ৩২তম গোল। হলান্ড গোল করার আগে ১-১ গোলে ড্র ছিল ম্যাচ। হলান্ডদের জয়ের ম্যাচটি আর্সেনালকে দুশ্চিন্তা উপহার দিয়েছে। নরওয়ে অধিনায়ক মার্টিন ওডেগার্ড যে অ্যাঙ্কেলের চোটে পড়েছেন।

পাকিস্তানে প্রতিভার খরা চলছে, ভারতে পেরে উঠবে না বাংলাদেশ: সৌরভ

আপনজন ডেস্ক: এখনো ৯ দিন বাকি। কিন্তু ভারত-বাংলাদেশ টেস্ট সিরিজ নিয়ে অবশ্য উত্তেজনা শুরু হয়ে গেছে আরও আগে থেকেই। প্রতিদিনই দুই দেশের সাবেক ও বর্তমান ক্রিকেটাররা এই সিরিজ নিয়ে কথা বলছেন। সম্প্রতি বাংলাদেশ পাকিস্তানকে দুই টেস্টের সিরিজে ধবলধোলাই করে এসেছে বলে ভারত-বাংলাদেশ সিরিজ নিয়ে উত্তেজনা একটু বেশিই ছড়াচ্ছে।

এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ-ভারত সিরিজ নিয়ে কথা বলেছেন ভারতের সাবেক অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলীও। পাকিস্তানে বাংলাদেশের ২-০তে সিরিজ জয়ের রেশ টেনে এনে সৌরভ মন্তব্য করেছেন, এমন কিছু ভারতের সঙ্গে হবে না। পাকিস্তানের বিপক্ষে বাংলাদেশের সিরিজ জয়টাকে একটু অন্য চোখেই দেখার চেষ্টা করেছেন সৌরভ। তাঁর কথা—পাকিস্তানের ক্রিকেটে এখন প্রতিভার খরা চলছে!

তা যে কারণেই পাকিস্তানের বিপক্ষে বাংলাদেশ সিরিজ জিতে আসুক, এটা যে ভারতের বিপক্ষে সিরিজে সাকিব-মুশফিকদের জন্য বাড়তি প্রেরণা হিসেবে কাজ করবে, সৌরভ বলেছেন সেটাও। তবে ভারত যে রকম দল, বাংলাদেশ তাদের মাটিতে সিরিজ জিততে পারবে না বলেই মনে করেন সৌরভ।

ভারতে এক অনুষ্ঠানে সৌরভ বলেছেন, ‘পাকিস্তানে গিয়ে তাদের হারিয়ে আসা এত সহজ নয়। বাংলাদেশের খেলোয়াড়দের তাই অভিনন্দন। কিন্তু ভারত ভিন্ন এক দল। ভারত নিজেদের বা প্রতিপক্ষের মাঠে খেলুক, শক্তিশালী ব্যাটিং লাইনআপ নিয়ে অসাধারণ এ দল।’

সৌরভ এরপর যোগ করেন, ‘বাংলাদেশ জিতবে বলে আমার মনে হয় না। ভারতই সিরিজ জিতবে। কিন্তু ভারতের মনে রাখতে হবে, বাংলাদেশ ভালো ক্রিকেট খেলবে। কারণ, পাকিস্তানের মাটিতে পাকিস্তানকে হারিয়ে অনেক আত্মবিশ্বাস নিয়ে এ সিরিজটি খেলতে আসছে তারা।’

বাংলাদেশের কাছে পাকিস্তানের ধবলধোলাই নিয়ে কথা বলেছেন সৌরভ। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সাবেক প্রধানের কথা এ রকম, ‘আমি দেশটিতে প্রতিভার অভাব দেখতে পাচ্ছি। পাকিস্তানকে নিয়ে যখনই ভাবি, আমাদের মনে আসে মিয়াঁদাদ, ওয়াসিম, ওয়াকার, সাঈদ আনোয়ার, মোহাম্মদ ইউসুফ ও ইউনিস খানের কথা। আমাদের কাছে পাকিস্তান দলের স্মৃতি এটাই।’

সৌরভ এরপর বলেন, ‘প্রত্যেকটা প্রজন্মেই ম্যাচ জিততে প্রতিভাবান অসাধারণ খেলোয়াড় লাগে। বিশ্ব ক্রিকেটে আমি যখন পাকিস্তানের অবস্থার দিকে তাকাই—সেটা ওয়েস্ট ইন্ডিজ বিশ্বকাপ, ভারত বিশ্বকাপ এবং বাংলাদেশের কাছে সিরিজ হারার পর; দেশটিতে প্রতিভার অভাব দেখতে পাই।’

সৌরভ তাঁর কথা শেষ করেন পাকিস্তানের ক্রিকেটের জন্য একটি পরামর্শ দিয়ে, ‘পাকিস্তানের খেলার জগতের মানুষদের এ অবস্থার দিকে নজর দিতে হবে। আমি এটা অসম্মান করে বলছি না। অতীতে পাকিস্তান দলে অনেক গ্রেট ক্রিকেটার ছিল, এই দলে আমি সেটা দেখি না।’

জুয়া ও ম্যাচ ফিক্সিংয়ের জন্য ৪৩ জনকে আজীবন নিষেধাজ্ঞা দিল চিন

আপনজন ডেস্ক: চাইনিজ ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (সিএফএ) জুয়া ও ম্যাচ ফিক্সিংয়ের দায়ে ৪৩ জনকে আজীবনের জন্য নিষিদ্ধ করেছে। এরমধ্যে তিনজন চীনের জাতীয় দলের সাবেক খেলোয়াড়। দক্ষিণ কোরিয়ার হয়ে বিশ্বকাপ খেলা সন জুন-হো এই নিষিদ্ধের তালিকায় আছেন। ১০ মিলিয়ন ডলারের বেশি ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন এভারটনের সাবেক মিডফিল্ডারও। মঙ্গলবার চীনের রাষ্ট্রীয় মিডিয়ার বরাত দিয়ে এএফপি এ খবর জানায়।

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে চীন ফুটবলে দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স ঘোষণা করেছে। এসময় ফুটবলের অসংখ্য শীর্ষ কর্মকর্তাকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। বারবার দুর্নীতি কেলেঙ্কারি এবং দলটির ফুটবলারদের পারফর্ম নিয়ে সিএফএ ক্ষুব্ধ। সম্প্রতি দলটি জাপানের কাছে ৭-০ গোলে হেরেছে। চীনের জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয় জানায়, দেশটির ঘরোয়া লীগে অবৈধ জুয়া এবং ম্যাচ ফিক্সিংয়ের বিষয়ে দুই বছরের তদন্ত শেষে এই নিষেধাজ্ঞা আসে।

নিষিদ্ধ হওয়া ৪৩ জনের বেশিরভাগই খেলোয়াড়।

এর বাইরে আরো ১২৮ জনকে সন্দেহের তালিকায় রাখা হয়েছে। চাইনিজ সুপার লীগে ‘শানডং তাইশান’ ক্লাবের হয়ে খেলা দক্ষিণ কোরিয়ার খেলোয়াড় সন জুন-হো’কে ম্যাচ ফিক্সিং এবং ঘুষ নেওয়ার জন্য অভিযুক্ত করেছে সিএফএ। কাতার বিশ্বকাপে দক্ষিণ কোরিয়ার এই খেলোয়াড় তিনটি ম্যাচ খেলেন। এরপর চীনের ঘরোয়া লীগে খেলতে যান। তাকে সে সময় ‘ঘুষ গ্রহণের সন্দেহে’ আটকও করা হয়। আজীবন নিষেধাজ্ঞার তালিকায় আছেন চীনের জাতীয় দলের সাবেক খেলোয়াড় জিন জিংদাও, তিনিও শানডং তাইশানের হয়ে খেলেন।

এর আগে চীনের ফুটবল নিয়ন্ত্রক সংস্থা সিএফএ প্রায় ১০ জন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাকে দুর্নীতির জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছিল। গত মার্চে সিএফএ-র সাবেক প্রেসিডেন্ট চেন জুয়ানকে ‘বিশাল অঙ্কের ঘুষ’ নেওয়ার জন্য আজীবন কারাদণ্ড দেয় আদালত। চীনের ক্ষমতাসীন কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত সংবাদমাধ্যম ‘পিপলস ডেইলি’ পত্রিকায় বলা হয়, চেন সিএফএ এবং অন্যান্য সংস্থায় তার অবস্থানের সুযোগ নিয়ে অবৈধভাবে ৮১.০৩ মিলিয়ন ইউয়ান বা ১১ মিলিয়ন ডলার গ্রহণ করেন। মার্চে চীনের জাতীয় দলের সাবেক কোচ ও এভারটনের সাবেক মিডফিল্ডার লি টাই-কেও ১০.৭ মিলিয়ন ডলারের ঘুষ গ্রহণের দায়ে অভিযুক্ত করা হয়। আগস্টে চীনের একটি আদালত ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে সিএফএর সহ-সভাপতি লি ইউইকে ১১ বছরের জেল দেয়। একই সাথে তাকে ১ লাখ ৪০ হাজার ডলার জরিমানাও করা হয়। দুর্নীতির মাধ্যমে প্রাপ্ত সম্পদ বাজেয়াপ্ত ও রাষ্ট্রের কাছে হস্তান্তর করার নির্দেশ দেয় আদালত।

বিদ্যালয়ের শত বর্ষপূর্তি উপলক্ষে ফুটবল টুর্নামেন্ট

রহমতুল্লাহ ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন ডেস্ক: লালগোলা ব্লকের রাজারামপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে সাড়ম্বরে একটি ইন্টার স্কুল নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্ট এর আয়োজন হয়ে গেল। আগামী ২রা জানুয়ারি ২০২৫ রাজারামপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের একশত বৎসর পূর্ণ হতে চলেছে। সেই শতবর্ষপূর্তিকে সামনে রেখে উক্ত বিদ্যালয় চলতি শিক্ষাবর্ষের বিগত ৫ই সেপ্টেম্বর থেকে বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলা এবং জনকল্যাণমূলক অনুষ্ঠান - শিবিরের আয়োজন করে চলেছে এই স্কুলে। সম্প্রতি অভিজ্ঞ ডাক্তারদের দ্বারা প্রায় দেড়শো জন রোগীর সম্পূর্ণ বিনামূল্যে চিকিৎসা

পরিষেবা প্রদান করা হয় একটি স্বাস্থ্য শিবিরের মাধ্যমে। এই একশত বৎসর পূর্তিকে সামনে রেখে আজ এই টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয় বিদ্যালয় এর পক্ষ থেকে। তাতে সংশ্লিষ্ট এলাকা তথা লালগোলা ব্লকের মোট আটটি বিদ্যালয় এই খেলায় অংশগ্রহণ করে। টুর্নামেন্টের ফাইনালে ওঠে আই. সি. আর. হাই মাদ্রাসা এবং আয়োজক রাজারামপুর উচ্চ বিদ্যালয়। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি যায় রাজারামপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের দখলে। সারাদিন ধরে চলতে থাকা টুর্নামেন্টে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মানিক বিশ্বাস, বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সভাপতি বাদীরুল ইসলাম, পাইকপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান গৌতম দাস, ম্যাচ রেফারি সৌমেন সরকার, শতবর্ষ পূর্তি কমিটির সম্পাদক বাবর সেখ, সহ-সম্পাদক ইউনুস সেখ, ধারা ভাষ্যকার রাকেশ দাস, বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে আগত মাননীয় শিক্ষক শিক্ষিকা বৃন্দ প্রমুখ।

নয়ডায় আর খেলতে যেতে চায় না আফগানরা

আপনজন ডেস্ক: নিজেদের দেশে খেলার মতো পরিস্থিতি নেই, আফগানিস্তান তাই ঘরের ম্যাচগুলোও পরের মাঠেই খেলে! মানে, দূরদেশের কোনো মাঠকেই ‘ঘর’ বানিয়ে নিতে হয় তাদের। আফগানিস্তানের তেমনই এক ‘ঘরের মাঠ’ গ্রেটার নয়ডা স্পোর্টস কমপ্লেক্স গ্রাউন্ড। ভারতের এই মাঠটিতে ২০১৭ সালে প্রথম খেলেছে আফগানরা। সেবার আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে পাঁচটি ওয়ানডে ও তিনটি টি-টোয়েন্টি খেলার পর ২০২০ সালে একই প্রতিপক্ষের সঙ্গে খেলেছে ৩টি টি-টোয়েন্টি। চার বছর পর আবার নয়ডায় ম্যাচ খেলতে গেছে আফগানিস্তান। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে একমাত্র টেস্ট ম্যাচ। একদিক থেকে ম্যাচটি নিউজিল্যান্ডের জন্য ঐতিহাসিক, কিউইদের বিপক্ষে এটাই যে তাদের প্রথম টেস্ট ম্যাচ। কিন্তু এবার নয়ডায় আফগানদের অভিজ্ঞতা ভালো হচ্ছে না। মাঠের বাজে অবস্থা আর সুযোগ-সুবিধা এতটাই অপর্যাপ্ত যে সেখানে আর খেলতে যেতে চান না আফগানিস্তানের খেলোয়াড়েরা। আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (এসিবি) এক কর্মকর্তা ভারতের সংবাদমাধ্যমে বলেছেন, ‘অনেক বিশৃঙ্খলা। এখানে আমরা আর (খেলতে) আসছি না। খেলোয়াড়েরাও এখানকার সুযোগ-সুবিধা নিয়ে অসন্তুষ্ট।’ ওই কর্মকর্তা এরপর যোগ করেন, ‘এ মাঠের দায়িত্ব থাকা লোকদের সঙ্গে আমরা কথা বলেছি। তারা বলেছে, সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে।’

আফগান বোর্ডের কর্মকর্তা আশা করছেন, ভবিষ্যতে ভারতের এ মাঠে আর খেলতে হবে না আফগানিস্তান দলকে, ‘আশা করছি, ভারতে আমরা ভালো একটি ভেন্যু খুঁজে পাব।

বাংলার ফুটবলকে আইএসএলের সম্মাননা

আপনজন ডেস্ক: আই এস এল এর জন্য একটি মাইলফলক হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের আইকনিক ক্লাব মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট, ইস্টবেঙ্গল এফসি এবং মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী প্রতিদ্বন্দ্বিতা পুনরুজ্জীবিত হবে, যা বাংলার ক্রীড়া ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত চিহ্নিত করবে। আগামী ১৩ই সেপ্টেম্বর যখন বাঁশি বাজবে, তখন পুরো পশ্চিমবঙ্গ এক হয়ে যাবে, হয় বড় পর্দার সামনে বা স্মার্টফোনের সামনে দাঁড়িয়ে খেলাধুলার প্রতি রাজ্যের চিরন্তন ভালোবাসার সাথে স্লোগান দেবে। ইস্টবেঙ্গল এফসির অধিনায়ক ক্লিটন সিলভা-র দাবি যে এই ম্যাচটি সমগ্র এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ। এটি একটি ক্লাবের ওপর অন্য ক্লাবের এক-উত্থানের একটি গর্বিত প্রদর্শন হবে। মহামেডান, পিছিয়ে না থেকে প্রতিটি ম্যাচে আমাদের চ্যালেঞ্জ করতে পছন্দ করে। পশ্চিমবঙ্গের ক্লাবগুলি সব সময় শুধু ফুটবলের চেয়ে বেশি কিছুর পক্ষে দাঁড়িয়েছে। খেলা কে বাইপাস করে তারা হয়ে উঠেছে সম্প্রদায়ের গর্ব, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও গৌরবের মূর্ত প্রতীক।

বিশ্বকাপ জিততে নেইমারকে লাগবেই ব্রাজিলের—বললেন রদ্রিগো

আপনজন ডেস্ক: ২০২৬ বিশ্বকাপে ব্রাজিলের লক্ষ্য কী—এ প্রশ্নই অবান্তর। বিশ্বকাপ ফুটবলে ব্রাজিলের লক্ষ্য কী থাকে, সেটা সবারই জানা। শিরোপা জেতা ছাড়া অন্য যেকোনো ফলকেই ব্যর্থতা হিসেবে দেখে পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোয় হতে যাওয়া ২০২৬ বিশ্বকাপেও ব্রাজিলের লক্ষ্য শিরোপা জয়। কিন্তু সে জন্য ব্রাজিল জাতীয় দলের ফরোয়ার্ড রদ্রিগো আগেই একটি শর্ত বেঁধে দিলেন—২০২৬ বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হতে তাঁদের নেইমারকে লাগবে।

ইএসপিএন ব্রাজিলকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এ নিয়ে কথা বলেছেন রদ্রিগো। ২৩ বছর বয়সী রিয়াল মাদ্রিদ উইঙ্গার গত শুক্রবার ২০২৬ বিশ্বকাপ দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের বাছাইয়ে ইকুয়েডরের বিপক্ষে গোল করে জেতান ব্রাজিলকে। বাছাইপর্বে টানা তিন ম্যাচ হারের পর জয় পেয়েছে দরিভাল জুনিয়রের দল।

চোটের কারণে মাঠের বাইরে থাকা নেইমারকে নিয়ে রদ্রিগো বলেছেন, ‘তিনি আমাদের তারকা। আমাদের সেরা খেলোয়াড়। তাঁর অভাব কতটা অনুভূত হয়, সেটা সবাই জানে। বিশ্বকাপ জিততে চাইলে তাঁর সাহায্য লাগবেই, আমাদেরও তাঁকে সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকতে হবে। নেইমারের সুস্থতা আমরা সবাই চাই, তিনি সেরে ওঠার শেষ ধাপে আছেন। আমরা তাঁকে যত দ্রুত সম্ভব (দলে) চাই।’

বিশ্বকাপ বাছাইয়ে উরুগুয়ে, কলম্বিয়া ও আর্জেন্টিনার কাছে হারের পর ইকুয়েডরের বিপক্ষে জিতেছে ব্রাজিল। এই জয়ে পয়েন্ট টেবিলে ষষ্ঠ স্থান থেকে চতুর্থ স্থানে উঠে এসেছে ব্রাজিল। ৭ ম্যাচে ব্রাজিলের ১০ পয়েন্ট। আগামী বুধবার আসুনসিওনে বাংলাদেশ সময় সকাল ৬টা ৩০ মিনিটে নিজেদের পরবর্তী ম্যাচে প্যারাগুয়ের মুখোমুখি হবে ব্রাজিল। দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ থেকে টেবিলের শীর্ষ ছয় দল সরাসরি খেলবে ২০২৬ বিশ্বকাপে। সপ্তম দলটিকে প্লে-অফ পরীক্ষা দিতে হবে।

গত বছর অক্টোবরে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচে উরুগুয়ের বিপক্ষে বাঁ পায়ের লিগামেন্ট ও মেনিসকাসে চোট পান নেইমার। গত ২ নভেম্বর অস্ত্রোপচারও করানো হয় তাঁর বাঁ পায়ে। গত বছর আগস্টে পিএসজি ছেড়ে সৌদি ক্লাব আল-হিলালে যোগ দেওয়া নেইমার এর আগেও পায়ে একাধিক চোট পেয়েছেন। ডান পায়ের অ্যাঙ্কেল ও পায়ের পাতায় একাধিক চোটের কারণে বেশ কয়েকবার দীর্ঘ সময় তাঁকে মাঠের বাইরেও থাকতে হয়েছে।

বর্তমান চোট সারিয়ে নেইমার কবে মাঠে ফিরবেন, তার সঠিক দিনক্ষণ এখনো জানাতে পারেননি।

২০২৬ বিশ্বকাপে ব্রাজিল ফাইনালে খেলবে, বলছেন দরিভাল

আপনজন ডেস্ক: সবশেষ ২০০২ সালে বিশ্বকাপ জিতেছে ব্রাজিল। এরপর প্রতিবারই ‘হেক্সার’ স্বপ্ন নিয়ে বিশ্বকাপ খেলতে গিয়ে খালি হাতে ফিরতে হয়েছে পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের।

চ্যাম্পিয়ন হওয়া তো দূরের কথা ফাইনালেই উঠতে পারেনি ব্রাজিল। সেই আক্ষেপ এবার ফুরাতে চায় সর্বোচ্চবারে চ্যাম্পিয়নরা।

এমনটা নিজেই জানিয়েছেন ব্রাজিল কোচ দরিভাল জুনিয়র। তিনি জানিয়েছেন, আগামী বিশ্বকাপে আমরা ফাইনালে খেলব।

২০২৬ বিশ্বকাপ নিয়ে দরিভাল বলেছেন,‘আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই। আপনার প্রত্যাশা করতে পারেন আগামী বিশ্বকাপে আমরা ফাইনাল খেলব।

এটার জন্য আমি দায়বদ্ধ।’

আগামী বিশ্বকাপে খেলতে হলে আগে যোগ্যতা অর্জন করতে হবে ব্রাজিলকে। টানা তৃতীয় ম্যাচ হারার পর সবশেষ ম্যাচে ইকুয়েডরকে হারিয়ে চারে উঠলেও জায়গা পাওয়াটা সহজ হবে না তাদের জন্য। তবে খেলোয়াড়ের উন্নতি করছে বলে জানিয়েছেন দরিভাল।

দলের উন্নতি নিয়ে দরিভাল বলেছেন,‘প্রতিপক্ষের গোলমুখে আমাদের এখনো কিছু জায়গায় ঘাটতি আছে। কেউ একজন ব্যক্তিগত নৈপুণ্য খেলাটা ঘুরিয়ে দিবে আমাদের এমন নির্ভরযোগ্য অপশন নেই। এই বিষয়গুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখনো যা ঠিক হয়নি। আমরা রাতারাতি দর্শনীয় খেলাটা উপহার দিতে পারব না। এর জন্য সময় লাগবে। তবে শিগগিরই আমরা পথ খুঁজে পাবো।’

তিন দিবসীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা লোকপুরে

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন ডেস্ক: খয়রাশোল ব্লকের লোকপুর থানার আলিয়ট যুব সংঘের পরিচালনায় স্থানীয় ঈদগাহ ময়দান সংলগ্ন মাঠে তিন দিবসীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন অনুষ্ঠিত হয়। বীরভূম বর্ধমান সহ ঝাড়খণ্ড এলাকা থেকে মোট ১৬ টি দল খেলায় অংশ নেবে। যার মধ্যে আজ মঙ্গলবার প্রথম দিন আটটি দলের খেলা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে দুবরাজপুর থানার আদমপুর ও ঝাড়খণ্ডের বাগডহরী থানার চন্দ্রপুর ফুটবল দল সেমিফাইনালে উত্তীর্ণ হয় বলে আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানা

যায়। বর্তমান যুব সম্প্রদায়কে মোবাইল ছেড়ে খেলাধূলায় মাঠমুখী করার উদ্দেশ্যেই এ খেলার আয়োজন। পাশাপাশি খেলা,মেলা মানুষের মেলবন্ধন তথা ভ্রাতৃত্ববোধ রক্ষা করে। সেই সাথে বিনোদন মূলক হিসেবে খেলা মেলার রূপধারণ করে।সেই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ দিককে সামনে রেখে গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে এরূপ খেলার আয়োজন বলে আয়োজকদের বক্তব্য।গ্রামবাসীদের পক্ষে এদিন মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন হাফিজ সামিউল খান,সিদ্দিক খান, মজু খান, জামাল খলিফা,সহ গ্রামের বহু বিশিষ্ট ব্যাক্তিবর্গ। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে জানা যায় পুরস্কার স্বরূপ প্রথম স্থানাধিকারী কে নগদ সতেরো হাজার টাকা এবং পাঁচ ফুটের ট্রফি। এছাড়া দ্বিতীয় স্থানাধিকারী কে নগদ দশ হাজার টাকা ও পাঁচ ফুটের ট্রফি। তাছাড়া অন্যান্য পুরস্কার প্রদান করা হবে বলে উদ্যোক্তাদের মধ্যে নূর উদ্দিন খান,আহমেদ খলিফা,জাকির খান প্রমুখ ক্লাব সদস্যগন জানান।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।

Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**